Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গল্পে বেদান্ত

PRESENTED
by Sri Ranjit Banerji (Calc

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

LIBRARY
No. 1/177
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

[ভারত সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত। স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠোপযোগী]

গল্পে বেদান্ত

Presented by Sri Ranjit Bannerji (Calcutta)

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

LIBRARY
No. 1/144
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম
বেলঘরিয়া

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ
সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম
বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০
৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১৩৮২

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান :
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া
উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৩
মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বোর্ড বাঁধাই : তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬-বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(প্রথম প্রকাশে)

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় 'গল্পে বেদান্ত' প্রকাশিত হইল। বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানব যে সকল ভাব গ্রহণ করে তাহা যে তাহার চরিত্র-গঠনে খুবই সহায়ক, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ছেলেরা যে গল্প শুনিতে খুবই আগ্রহশীল, তাহাও সর্বত্র সুবিদিত। এই জন্যই বোধ হয় সকল দেশে সকল সমাজে এত গল্পের সৃষ্টি ও প্রচলন দেখা যায়।

ভারতের ধর্মের মূল তথ্যগুলি আছে বেদান্তে। বেদান্তের এই গভীর ভাবগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য যুগে যুগে আচার্যগণ বহু গল্প ও রূপকের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। গল্পগুলি যতই পুরাতন হউক না কেন, সেগুলি এখনও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ ও জনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

ধর্মের মূল তথ্যসমূহ যাহাতে গল্পচ্ছলে জনসাধারণকে শেখানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন ভাষায় এই গল্প-পুস্তক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। উহাতে অংশগ্রহণের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এই গল্পপুস্তক রচনা করেন। সুখের বিষয়, ভারত সরকার-নির্বাচিত বিচারকদের মতে এই বইখানিই সর্বোত্তম বলিয়া মনোনীত হইয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বলা ছিল যে নির্বাচিত পুস্তকখানি তাঁহারাই প্রকাশ করিবেন। কিন্তু পরে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে বর্তমান জরুরী পরিস্থিতি হেতু এই পুস্তক প্রকাশ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য লেখককে এই পুস্তক প্রকাশের অনুমতি তাঁহারা দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচিত পুস্তক হিসাবে 'গল্পে বেদান্ত'-এর নাম প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের মধ্যেই এই পুস্তক পাইবার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাই বহু অসুবিধা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দিষ্ট সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ফলাফল শ্রীভগবানের চরণে অর্পণপূর্বক পুস্তকখানি প্রকাশ করা হইল। কিমধিকমিতি।

[মহালয়া, ১৩৭০] স্বামী সন্তোষানন্দ

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রী৺জগদম্বার কৃপায় 'গল্পে বেদান্ত'-এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। লেখক পুস্তকটি আদ্যোপান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিয়া দিয়াছেন। কাগজ ও মুদ্রণাদির ব্যয় বর্ধিত হওয়ায় পুস্তকের মূল্য কিছু বৃদ্ধি করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।

[পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী, ১৩৮২] প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

আচার্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টাদের জীবনের বহু ঘটনায় ও তাঁদের বলা গল্পে বেদান্তের বহু জটিল বিষয় অতি সহজবোধ্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

পুরাণে তো কথাই নেই, ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার মূল ভিত্তি বেদান্তেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহজ করে বোঝাবার জন্য ঋষিরা অনেক জায়গায় গল্পের মাধ্যমে তা বলেছেন।

সেই সব ঘটনা ও গল্পের কয়েকটিকে অবলম্বন করে 'গল্পে বেদান্ত' রচিত হল। বেদান্তের সর্বজনীন উদার ভাবরাশির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এর উদ্দেশ্য।

আলোচনায় ও গল্পাংশে সত্যদ্রষ্টাদের বাণীর মূলভাব সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। উদাহরণগুলিও বহুলাংশে নেওয়া হয়েছে সত্যদ্রষ্টাদের বাণী থেকেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ।" জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সারা ভারতকে বেদান্তের প্রাণপ্রদ শক্তিপ্রদ ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার কথা তিনি বলে গেছেন। তাঁর সেই বাণীই প্রেরণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের এই ধরনের পুস্তক প্রণয়নের সৎপ্রচেষ্টায় সহায়তা করতে।

অর্ঘটি নিবেদিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরই চরণে।

লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	...	...	১
সংসারে থেকেও জ্ঞানলাভ করা যায় ঃ			
বক ভস্ম করা	...	...	১৫
ধর্মব্যাধ	...	...	২০
কৃষ্ণার্জুন	...	...	২৬
জনক ও শুকদেব	...	...	৩৫
জ্ঞানলাভের জন্য মনের প্রস্তুতি ঃ			
নচিকেতার উপাখ্যান	...	...	৪১
জ্ঞানীরা সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন ঃ			
আচার্য শঙ্কর ও চণ্ডাল ঃ অন্যান্য ঘটনা		...	৫২
নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি	...	...	৫৬
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতি	...	...	৫৯
কে মেরেছে ?	...	...	৬৪
জ্ঞানীদের জীবনের সংস্পর্শে ও কথায় লোকের চৈতন্য হয় ঃ			
মদালসা	...	...	৬৭
সিংহের গল্প	...	...	৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পত্রাঙ্ক

মায়া ঃ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান ঃ

আচার্য শঙ্কর ও মায়া ৭৫
দড়ি দেখে সাপ ভাবা ৮০
বহুরূপী হরির গল্প ৮৩
নারদের মায়া দর্শন ৮৬
ভ্রম ৯১

মায়া-মুক্ত অবস্থা ঃ

চাষীর স্বপ্ন কথা ৯৫
ব্যাসদেব ও গোপীদের যমুনা পার হওয়া ... ৯৮

উপনিষদ্-কথা ঃ

ইন্দ্র-বিরোচন ১০০
জাবাল সত্যকাম ১০৬
যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ১১২
যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী ১১৭
ইন্দ্রের জ্ঞানলাভ ১২৪

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ঃ ॥

অসৎ হইতে মোরে সৎপথে নাও,
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার ঘুচাও।
মরণের ভয় যাক, অমর কর,
দেখা দিয়ে ভগবান, শঙ্কা হর।
করুণা-আশিস্‌ ঢালো রুদ্র, শিরে,
চিরদিন থাকো মোর জীবন ঘিরে।
ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়,
চিরশান্তি-পরিমলে ভরুক হৃদয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No....1/144...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। এর ওপর দিয়ে মাঝ-খানে কত ঝড় বয়ে গেছে। কত বৈদেশিক সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সে-সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে আমাদের সভ্যতা আজও জীবন্ত, আজও উন্নতশির। শুধু তাই নয়, বহু পর্যটক, আচার্য, সন্ন্যাসী প্রভৃতির মারফত মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলকর ভারতীয় সভ্যতার রাশি রাশি সচ্চিন্তা বিভিন্ন সময়ে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। যখনই বাইরের কোন জাতি এদেশ আক্রমণ করেছে, যখনই বাণিজ্যের জন্য বা অন্য কোন কারণে অপর দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছে, তখনই এই ভাব-আদান-প্রদানের পথ গেছে খুলে। আমরা যে শুধু অপরকে কিছু দিয়েছি তাই নয়, অপরাপর সভ্যতার ভাল জিনিসগুলি নির্বিবাদে গ্রহণও করেছি। সে উদারতা ও শক্তি আমাদের সভ্যতার চিরদিন আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্দিন এসেছে। সমাজের সাধারণ লোক যখনই ঠিক মত চলতে অসমর্থ হয়েছে, তার ভেতর দুর্বলতা এসেছে, তখনই সে নিজেকে আটকে ফেলেছে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে। অবনতি

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছে তখনই। কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত সে হয়নি কখনো। অবনতির সময় উদারচেতা, শক্তিমান কোন মহামানব এসে ভেতরের গ্লানি কাটিয়ে দিয়ে আবার তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। উদার ভাব আবার মাথা তুলেছে তখনই।

বিদেশীয় সভ্যতা রাজশক্তির রথে এসে যে ভাবে দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বুকের ওপর আসন বিছিয়েছিল, অন্য কোন সভ্যতা হলে তাতে বহু পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যেত। ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার বেলা তা হয় নি কেন ?

তার কারণ আমাদের সভ্যতা এমন এক সত্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যা চিরন্তন, যা সব দেশের মানুষের সব যুগের চিন্তাধারার সামনে সব সময় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ সত্য চিরন্তন বলেই সামাজিক দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় না। এ সত্য হচ্ছে বেদান্তের সত্য। ভারতীয় সভ্যতা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ; এবং সাধারণ দৃষ্টিতে একটার সঙ্গে অন্যটার কোন মিল দেখতে না পাওয়া গেলেও হিন্দু ধর্মের সব সম্প্রদায়ের, সব মতবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে বেদান্ত। গীতা ও উপনিষদ্-ই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সর্ববিধ উদার, পরমতসহিষ্ণু ও চিরন্তন ভাবধারার উৎস-মুখ। বেদান্তের সত্যের আলোকে দেখলে শুধু হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদগুলির ভেতর নয়, জগতের অন্যান্য ধর্মগুলির মধ্যেও মূলগত একটি সাদৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

বেদান্তে বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছুর মূলগত সত্যের কথা ও সে সত্য লাভ করার উপায়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি জড়-প্রকৃতির নিয়মগুলি স্থূল জগতের চিরন্তন সত্য—আবিষ্কারের পূর্বেও সেগুলি ছিল, এবং মানুষ যদি কখনো সেগুলির কথা একেবারে ভুলেও যায়, তবুও থাকবে ; সেই রকম বেদান্তের জ্ঞানও চৈতন্যজগতের, সূক্ষ্ম জগতের, চিরবিদ্যমান সত্য। বহু প্রাচীনকালে ঋষিরা এ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। নিজ জীবনে তাঁরা এ সত্য অনুভব করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনুমান করে কিছুই বলেন নি। ঋষিদের অনুভূত এই জ্ঞানরাশিকেই বেদ বলে। বেদের এক অংশের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্।

কোন বৈজ্ঞানিক সত্য কেউ 'আমি দেখেছি, এরূপ হয়', একথা বললেই লোকে তা মেনে নেয় না, সত্য বলে গ্রহণ করার আগে যাদের যোগ্যতা আছে তারা ভাল করে যাচাই করে নিজেরা দেখে নেয়। বেদান্তের সত্যের বেলাও তাই। ঋষিরা বহু পূর্বে যে সত্যের কথা ও তা লাভ করার উপায়ের কথা বলে গেছেন, তাঁদের পরে যুগে যুগে অসংখ্য শক্তিমান মহামানব সে পথে চলে সে সত্য প্রত্যক্ষ করে গেছেন ; এবং জোর গলায় বলে গেছেন, যে-কেউ ইচ্ছা করলে তার সত্যতা নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারে। এত নির্ভীক ও যুক্তিগ্রাহ্য এ সত্য।

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত যখন ইংরেজদের কাছে পরাধীন, সে সময় বিদেশের স্বাধীন এবং শিল্প প্রভৃতিতে উন্নত জাতিরা ভারতের সভ্যতা ও সমাজকে ঘৃণার চোখে দেখত, ভারতবাসীদের সভ্য মানুষের পর্যায়েই ফেলত না। সেই সময়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ও ইউরোপে সিংহবিক্রমে এই বেদান্তের বাণী প্রচার করে বিদেশীর মনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে তিনি জগৎ-সভায় সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রথম দিনের প্রথম ভাষণেই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি বেদান্তের মূল কথা যে কি, সবাই তা প্রাণে-প্রাণে বুঝেছিলেন।

বেদান্ত বলে, একটি মূল সত্তা আছে সারা বিশ্বজগতের; যার বিনাশ নেই কোন কালে, যা চিরন্তন। সেটি হচ্ছে সীমাহীন চিরবিদ্যমান আনন্দময় শুদ্ধ-চেতনা—'সচ্চিদানন্দ'! সেই চেতনা থেকেই বিশ্বের আর সব কিছু হয়েছে; যা কিছু আমরা দেখি বা ভাবি, তা সবই। ইট, পাথর, লোহা, বাতাস, আকাশ, জড়শক্তি, আমাদের মন, আমাদের পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধ চেতনা, সব কিছুই। এই সব ভিন্ন ভিন্ন নামের ও ভিন্ন ভিন্ন রূপের পদার্থগুলি চিরস্থায়ী নয়। এগুলি সৃষ্ট হয়, কিছুদিন থাকে, আবার যা থেকে হয়েছিল, সেই শুদ্ধ চেতনায় মিশে যায়। চিরন্তন নয় বলে বেদান্ত এগুলিকে মিথ্যা বলে। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যার কোন কালে বিনাশ নেই, সেই শুদ্ধ চেতনাকে সত্য বলে। বেদান্ত বলে, আমাদের স্বরূপই হচ্ছে এই সীমাহীন চেতনা, আমরা ভুলের জন্য নিজেদের শরীর-মনে যুক্ত বলে ভাবি। ভাবি, শরীর নষ্ট হয়ে গেলে আমিও লুপ্ত হয়ে যাব, মন না থাকলে আমার আর অস্তিত্ব রইল কোথায়! কিন্তু এ ভুল ভেঙ্গে গেলেই মানুষ নিজেকে দেহ-মন থেকে আলাদা দেখতে পায়, বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গেই নিজের একত্ব অনুভব করে। সব ভয়ের হাত থেকে সে রেহাই পেয়ে যায় তখন; কত শক্তি আসে তার মনে! জীবনের কোন ঘটনাই আর তাকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না। জীবন মধুময় হয়ে ওঠে।

এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য চরম সত্য, চিরবিদ্যমান আনন্দময় শুদ্ধ-চেতনা, আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাইরের ও ভেতরের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, তাদের জয় করে, নিজের এই স্বরূপকে প্রকাশিত করার নামই ধর্ম। এটাই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। নিজের এই স্বরূপের উপলব্ধি হলে মানুষ পূর্ণ হয়ে যায়; আর কিছু চাইবার থাকে না তার। এ চরম পাওয়ার কাছে জীবনের অন্য কোন পাওয়াকে আর বড় বলে মনে হয় না।

প্রকৃতিকে জয় করে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার বহু উপায় আছে। কর্ম, উপাসনা, মনঃ-সংযম ও জ্ঞান—এগুলির মধ্যে যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করে তা করা যায়। ধর্ম বলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ধাত, রুচি ও শক্তি অনুযায়ী এগুলির মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক বা সব উপায় অবলম্বন করে নিজের নিত্য দিব্য স্বরূপকে প্রকাশিত কর; সর্ববিধ বন্ধন ও দুঃখের কবল হতে মুক্ত হয়ে যাও; অন্তরে প্রচ্ছন্ন অনন্ত জ্ঞান, অমর সত্তা ও বিপুল শক্তির বিকাশ ঘটুক। এটাই ধর্মের মূল কথা, অন্তরের কথা। এটাই বেদান্তের বাণী। মতবাদ, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, মন্দির, শাস্ত্র প্রভৃতি বাকী সব কিছুই ধর্মের বাইরের অঙ্গ; এসবের উদ্দেশ্য হল এই মূল কথাটিকে বুঝিয়ে দেওয়া ও স্বরূপ-উপলব্ধির পথে মানুষকে সহায়তা করা।

এই স্বরূপের দিকে এগিয়ে যাবার পথে বিভিন্ন অবস্থায় একই শুদ্ধ চেতনাকে বিভিন্ন সত্তারূপে ও বিভিন্ন আকারে দেখতে পাওয়া যায়; যেমন সূর্যের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন দূরত্ব ও পরিবেশ থেকে আলোকচিত্র নিলে একই সূর্যের বিভিন্ন রকম ছবি ওঠে। দূরত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ চেতনার সঙ্গে মানুষের নিজের সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। এক অবস্থায় তিনি আলাদা, আমি আলাদা—এরূপ উপলব্ধি হয়। এটি দ্বৈতবাদের কথা। আর এক অবস্থায় দেখা যায়, তিনি ও আমি আলাদা হলেও আমি তাঁর অংশ; স্বরূপতঃ এক হলেও আমার আলাদা অস্তিত্ব আছে; যেমন আগুন ও আগুনের ফুলকি। এটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা। আর এক অবস্থায় চরম সত্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর সঙ্গে 'আমি' মিশে এক হয়ে যায়; চরম সত্তার সঙ্গে পূর্ণ একত্ববোধ আসে। এটি অদ্বৈতবাদের কথা, শেষ কথা। বেদান্ত বলতে সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদের কথা মনে জাগলেও, বেদান্ত অদ্বৈতজ্ঞানকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করলেও, বেদান্তে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—সব ভাবের কথাই আছে। বিভিন্ন স্তরের লোকের কল্যাণের জন্য মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন আচার্যেরা নিজে সত্য উপলব্ধি করে এর এক একটির ওপর জোর দিয়ে প্রচার করে গেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই একটি বিশেষ ভাবের ওপর জোর দিলেও আসলে এই ভাবগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। বরং একটি অন্যটির পরিপূরক। কারণ এগুলির মূল উৎস, এগুলির অনুপ্রেরণার সাধারণ উৎস হল উপনিষদ্। এই মূলগত একত্বের কথা লোকে প্রায়ই ভুলে যায়। যার ফলে পরবর্তীকালে বহু সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে সব রকম ভাব নিয়ে সাধনা করে, সব রকম দৃষ্টিকোণ থেকে চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করে বলে গেছেন, "ঈশ্বর শুদ্ধ-বোধ-স্বরূপ এবং তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।" বলে গেছেন যে, এই শুদ্ধ-বোধ-স্বরূপকেই কেউ নির্গুণ ব্রহ্ম, কেউ সগুণ ব্রহ্ম, কেউ রাম কৃষ্ণ কালী শিব প্রভৃতি, আবার কেউ বা আল্লা, গড্ প্রভৃতি বলে থাকেন। মূলে সবই এক, অভেদ। যে কোন ভাব নিয়ে, যে কোন পথে এগিয়ে গেলেই

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ চরমে এই একই সত্যকে, নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করবেই। সেখানে "সব শেয়ালের এক রা।" আর; "যত মত, তত পথ।"

বেদান্ত সব ধর্মের বিজ্ঞান-স্বরূপ। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন বিচারশীল মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ভগবানে যাদের সহজাত বিশ্বাস আছে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদী বিচারশীল মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস আসা খুবই কঠিন। বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হওয়ার জন্য এবং তাই নিয়ে বিবাদ লেগে থাকার জন্য ধর্মের কথা মেনে নেওয়া যেন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সব লোকের কাছে বেদান্ত আশার বাণী বহন করে আনে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন যে, ভবিষ্যতে সারা জগতের চিন্তাশীল মানুষের ধর্মই হবে বেদান্ত। বহুত্বের মধ্যে একত্বের দৃষ্টিসম্পন্ন বেদান্তই শুধু পৃথিবীর সব ধর্মের সব পর্যায়ের কথার ওপর সত্যের আলোক-সম্পাত করতে পারে। বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পৃথিবীর সবধর্মগুলিকে শুধু যে সত্য বলে মনে হয় তাই নয়, বিভিন্ন রুচির মানুষের জন্য এসব বিভিন্ন ধর্ম-মতের যে প্রয়োজন আছে, তাও বোঝা যায়। মানুষের রুচিবৈচিত্র্য লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তত ধর্মপথ থাকলে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুশী হতেন। বলেছিলেন যে, একই পুষ্টিকর মূল খাদ্যকে রুচি ও হজমশক্তির তারতম্য অনুসারে পৃথিবী জুড়ে মানুষ হাজার রকমে রান্না করে খায়। হোটেলে যত বেশী রকম খাবার তৈরী থাকে, তত বেশীসংখ্যক লোক নিজ নিজ পছন্দমত খাদ্য বেছে নিয়ে তৃপ্তিভরে খাবার সুযোগ পায়। যে ভাবেই রান্না করা যাক, যে ভাবেই খাওয়া যাক, খাবার মূল উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন হলেই হল। সেইরকম পৃথিবীতে সাধনপথ যত বেড়ে যাবে, তত বেশীসংখ্যক লোক ধর্মসাধনার দিকে, স্বরূপবোধের দিকে সহজে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন পথ ধরে চলার সময় শুধু এটুকু মনে রাখলেই হল যে লক্ষ্য সকলেরই এক। তাহলেই কোন গোল থাকবে না আর। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, একই পরিবারে কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক হলেও একসঙ্গে সদ্ভাবে বাস করতে তাদের আটকায় না; তেমনি এমন দিন আসবে, যেদিন কোন ভাই হিন্দু, কোন ভাই বৌদ্ধ, কোন ভাই খৃষ্টান, কোন ভাই ইহুদী, কোন ভাই মুসলমান হলেও একই পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে তাদের আটকাবে না। ধর্ম বলতে মত বা পদ্ধতি বোঝায় না, ধর্ম বলতে বোঝায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি; মানুষ যত শীঘ্র একথাটা বুঝবে, তত শীঘ্র ঘটবে এটি। বেদান্ত কোন দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের, ধর্মবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মানুষের জন্য নয়; জড়প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির মত এগুলিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বদেশের, সর্বযুগের, সর্বধর্মের, সর্বভাবের মানুষের জন্য উদ্ঘাটিত অন্তঃপ্রকৃতির সত্য।

বেদান্তের আলোচনায়, বেদান্তজ্ঞানলাভে মানুষ উন্নততর, সবলতর, সজীবতর হয়ে ওঠে। তার কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়, পরের দুঃখে সে আরো সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। সে অনুভব করে যে অপরাপর মানুষ থেকে তার সত্তা পৃথক নয়, সকলেরই সঙ্গে সে এক। এই একত্ববোধ এলে মানুষ নির্ভয় হয়; প্রেম ও করুণার, নিঃস্বার্থপরতা ও সেবার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে ওঠে। এরই নাম যথার্থ মানবতা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য শঙ্করের মত ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল তাঁর। ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও মানুষের দুঃখকষ্টে সারাক্ষণ তাঁর হৃদয় কাঁদত; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।

মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার জন্য বেদান্তচর্চার বিশেষ প্রয়োজন। মানবজাতির নিয়ন্তা দুটি প্রচণ্ড শক্তির, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, মূলগত একত্ব ধারণায় আনতে বেদান্তের আলোচনা খুবই সহায়ক। বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—উভয় প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়োজন অনিবার্য; শুধু একটিকে জয় করার দিকে নজর রাখলে চলবে না। জড়বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিজ্ঞানেরও সাধনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হবে। বিশ্বমানবের কল্যাণকামী আদর্শ মানুষকে বলিষ্ঠদেহ এবং উন্নত জ্ঞান ও ধী সম্পন্ন হতে হবে। আবার সেই সঙ্গে বজ্রের মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরও অধিকারী হতে হবে তাকে; বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব মানুষের জন্য সহানুভূতি এবং ভালবাসা আনতে হবে হৃদয়ে। বেদান্ত বলে, মানবতার চরম শিখরে উঠতে হলে এ গুণগুলি থাকা চাই। এরূপ আদর্শ মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে যত বাড়বে, ততই আমাদের কল্যাণ। শুধু শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে উন্নতিলাভ করলেই, অতিমাত্রায় শারীরিক মানসিক ও বুদ্ধিজ শক্তি লাভ করলেই মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে না। তা যদি হত, তাহলে বর্তমান যুগে শিল্পবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানের এত বেশী উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ আজ নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হতে পারছে না কেন? মনে শান্তি পাচ্ছে না কেন? জড়প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য আমরা আজ আপ্রাণ চেষ্টা করছি; কিন্তু সেইসঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিকে বশে আনার জন্য সেরূপ চেষ্টা করছি না বলেই এরূপ হচ্ছে। শুধু বুদ্ধিকে বাড়িয়ে তুললেই হয় না। আমাদের বুদ্ধি সন্ধানী আলোর মত; সে শুধু পথ দেখাতে পারে। বুদ্ধি যত মার্জিত হবে, আলো যত বেশী হবে, পথও তত ভালভাবে দেখা যাবে। কোন্ পথে গেলে আমাদের কল্যাণ, কোন্ পথে গেলে অকল্যাণ, সেকথা তত ভাল করে আমরা বুঝতে পারব। কিন্তু দেখা যায়, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হলে কোন্‌টা ভাল পথ তা বোঝা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বেও সব সময় আমরা সে পথে চলতে পারি না ; বুদ্ধির কথা অগ্রাহ্য করে মন নিজের ইচ্ছামত, যেদিকে তার যেতে ভাল লাগে সেদিকে জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। ইচ্ছা-শক্তিকে বাড়িয়ে তুললে তবেই মানুষ যা ভাল বলে বোঝে তাই করতে পারে ; তখন আর মনের ভাল লাগা না লাগার ওপর অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হয় না। সেজন্য ইচ্ছাশক্তিকে যাঁরা প্রবল করে তুলতে পারেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যান। পৃথিবীর সব দেশে তাঁরাই জনসাধারণকে চালিত করেন। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে তুললেও সবটা কাজ হল না। বিপুল শক্তি নিয়ে মানুষ ইচ্ছা করলে যেমন জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে, তেমনি আবার ইচ্ছা করলে জগতের ততখানি অকল্যাণও করতে পারে। সে অসুরও হতে পারে, দেবতাও হতে পারে। সেজন্য ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে মনে যাতে অপরের প্রতি যথার্থ ভালবাসার, যথার্থ জনকল্যাণ-কামনার, ত্যাগ ও সেবার ভাবের উদয় হয়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবন মধুময় হয়ে উঠবে। ঠিকমত ধর্মের চর্চাই, বেদান্তের চর্চাই মানুষের মনে দেবভাব জাগিয়ে তোলার প্রকৃষ্ট উপায়। এরূপ পূর্ণতাসম্পন্ন নর-নারী গড়ে তোলাই বেদান্তচর্চার উদ্দেশ্য। মানুষ যখন নিজের ও অপরের মধ্যে দেবত্বের সন্ধান পায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন নিজেকে অপরের মধ্যে দেখতে শেখে, তখন সে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে ভাল না বেসে, সকলের কল্যাণ কামনা না করে পারে না।

অনেকের ধারণা সব ছেড়ে বনে যেতে না পারলে বেদান্ত-আলোচনায় লাভ নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়। বেদান্তের চরম সত্য উপলব্ধির জন্য সর্বস্বত্যাগের প্রয়োজন আছে ঠিক কথা; কিন্তু গোটা জীবনকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপায়িত করে ত্যাগের অধিকারী হওয়াই হচ্ছে গীতার শিক্ষা। সংসারে থেকেও আমরা এ জ্ঞানের চর্চা করতে পারি; জীবনের সর্বাবস্থায় তা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, নৌকা জলে থাকতে পারে, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে; মানুষ সংসারে থাকতে পারে, কিন্তু সংসার যেন তার ভেতর প্রবেশ না করে। বস্তুতঃ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস করেও বহু নরনারী যে এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। গীতা আমাদের অভয়বাণী শোনাচ্ছে যে, এ জ্ঞানলাভের পথে সামান্য একটুখানি এগুতে পারলেও মানুষ মহাভয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এই আধ্যাত্মিকতার বলে বলীয়ান হয়ে অনিবার্য বিপদ-আপদকে, দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে উপেক্ষা করে জীবনে সে পরমানন্দ লাভ করতে পারে। মহাশক্তি জেগে ওঠে তার ভেতর। আবার খুব মানসিক শক্তি-সম্পন্ন অনেকেই সংসারে থেকেও ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ করে

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছেন। সেজন্য সমাজের সর্বস্তরে বেদান্তের বহুলপ্রচার প্রয়োজন; তাতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জীবনে পরমানন্দ লাভ করে জীবনকে সফল জ্ঞান করতে পারে।

অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে সংসারে থেকে সব রকম কাজ করেও মানুষ যে ইচ্ছা করলে স্বরূপ-উপলব্ধির পথে, ধর্মের পথে, এগিয়ে যেতে পারে, পরের কয়েকটি গল্প পড়লেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে থেকেও জ্ঞানলাভ করা যায়

বক ভস্ম করা

নিবিড় অরণ্য। গাছের পর গাছ, গায়ে গায়ে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায় জড়ানো। ভেতরে সূর্যের আলো কোথাও আসে একটু আধটু, কোথাও নামেই না একেবারে। বাঘ সিংহ ভালুক প্রভৃতি বহু হিংস্রপ্রাণীর আবাস সেই অরণ্যে মানুষ বাস করতে পারে, একথা ভাবাই যায় না। তবু দেখা যাচ্ছে, আত্মীয়স্বজন-ঘেরা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে এ হেন বিপদসঙ্কুল স্থানে এসে একজন বাস করছেন। এখন গাছতলায় বসে একমনে বেদপাঠ করছেন তিনি। মাঝে মাঝে অবশ্য ভিক্ষার জন্য তাঁকে লোকালয়ে যেতে হয়। লোকালয়ের সঙ্গে এইটুকুই তাঁর সংস্পর্শ। ভিক্ষা নিয়ে আবার তিনি ফিরে আসেন বনভূমিতে, তাঁর নির্জন কুটিরে।

লোকটির নাম কৌশিক, একজন ব্রাহ্মণ যুবক। তপস্যা ও শাস্ত্রপাঠের সুবিধার জন্য মা-বাপের অনুমতি না নিয়েই বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে চলে এসেছেন। বাড়ীতে থাকার সময় গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি নিত্য বেদপাঠ করতেন।

একটি গাছের নীচে বসে কৌশিক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। তাঁর ঠিক মাথার ওপর গাছের ডালে একটি বক বসেছিল। বকটি এক সময় মলত্যাগ করল, আর তা পড়ল এসে কৌশিকের মাথায়। এতে ভয়ানক রেগে উঠলেন তিনি। কে এ দুষ্কর্ম করল তা দেখবার জন্য চোখ লাল করে কটমট করে ওপরের দিকে চাইলেন। তপস্যার ফলে কৌশিকের কিছু অলৌকিক শক্তি হয়েছিল। তাঁর ক্রোধের আগুনে পুড়ে বকটি সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। দেখে, নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেন কৌশিক; খুশী হলেন। অবশ্য বকটির জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণাও জাগল। কিন্তু দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্তও হলেন। ভাবলেন, 'ক্রোধের দাস হয়ে একি অন্যায় কাজ করলাম আমি!'

তপস্যাদির ফলে অনেক সময় এ রকম অলৌকিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এ সব শক্তি এলে মনে অহঙ্কার আসার ভয় থাকে; তপস্যার উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ, সেকথা ভুলে যাবার ভয় থাকে। যারা এ বিষয়ে সজাগ, তাঁরা এ সব শক্তির দিকে ফিরেও তাকান না, লক্ষ্যের দিকে সোজা এগিয়ে যান। তাঁরাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন তাড়াতাড়ি।

এ ঘটনার কিছু পরে কৌশিক ভিক্ষার জন্য লোকালয়ে গেলেন। ভিক্ষা করতে করতে এক রমণীর গৃহদ্বারে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়ালেন। রমণী তাঁকে দেখে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। ভিক্ষা দেবার জন্য কিছু নিয়ে

তাপসটি ভিক্ষার জন্য গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ালেন।

আসার আয়োজন করছেন, এমন সময় তাঁর স্বামী গৃহে ফিরলেন। রমণী পতিব্রতা ছিলেন; দেবতাকে যেভাবে সেবা করে, স্বামীকে সেইভাবেই সেবা করতেন। স্বামীকে ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরতে দেখে কৌশিককে ভিক্ষা না দিয়েই তিনি স্বামীর পরিচর্যায় মন দিলেন। তাঁর হাত-পা ধুইয়ে-মুছিয়ে দিয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসলেন। একটু শান্ত হলে খাবার এনে দিলেন তাঁকে। এমন সময় কৌশিকের কথা মনে পড়ায় রমণী লজ্জিতা হয়ে তাড়াতাড়ি ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে কৌশিককে দিতে গেলেন।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌশিক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রমণীর কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন, আর রাগে ক্রমশঃ ফুলে উঠছিলেন। রমণী কাছে আসতেই ফেটে পড়লেন তিনি—"আমাকে তো চলে যেতে বললেই পারতে? 'একটু দাঁড়ান' বলে ভেতরে গেলে, আর ফিরলে এতক্ষণে! এভাবে এতক্ষণ ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখার মানে কি?"

কৌশিককে ক্রোধোন্মত্ত দেখে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করে রমণী তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, "স্বামীকে পরম দেবতা বলে জানি আমি। তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন। সেজন্য তাঁর সেবায় একটু দেরী হয়ে গেছে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।"

কিন্তু কৌশিক কি আর এত সহজে শান্ত হবেন? এই একটু আগেই ক্রোধের আগুনে তিনি একটি বককে পুড়িয়ে এসেছেন। তিনি কি আর সাধারণ পর্যায়ের লোক নাকি! তাঁর শক্তি কত! মেয়েটি তো এখনো বুঝতে পারছে না, কার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে! দরকার হলে অবশ্য বুঝিয়ে দিতে আর কতক্ষণ! বললেন, "খুব তো গর্ব দেখছি তোমার! তুমি গৃহী হয়ে ব্রাহ্মণকে এভাবে অপমান করলে! জান না, ব্রাহ্মণের শক্তি কত, ক্রোধদৃষ্টি কি ভয়ানক!"

রমণী হেসে বললেন, "জানি ঠাকুর, সব জানি। এত চটছেন কেন? মাথা ঠাণ্ডা করুন। ক্রোধদৃষ্টিতে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কি করবেন? আমি তো আর বক নই! আচ্ছা, আপনি তো বেদপাঠ করেন, ক্রোধ যে ধর্মপথের শত্রু, তা নিশ্চয়ই অজানা নয় আপনার! তবু তো দেখছি ক্রোধ জয় করতে পারেন নি। আসল ধর্ম কাকে বলে, এখনো তা ভালভাবে ধরতে পারেন নি দেখছি।" রমণীর কথা শুনে কৌশিকের মনে বিস্ময় জাগল। সব রাগ কোথায় চলে গেল। ভাবলেন, "মেয়েটি তো কম নয়! কোথায় বনের মধ্যে কি করে এসেছি, ঘরে বসেই তা টের পেয়েছে। সংসারে থেকেই ধর্মপথে এগিয়ে চলেছে ; শক্তিও কিছু লাভ করেছে দেখছি!"

রমণী বলে চললেন, "ঠাকুর, আমি অন্য ধর্ম জানি না। মন প্রাণ দিয়ে আমার কর্তব্য কর্ম করে যাই। এই আমার ধর্ম, এই আমার তপস্যা। স্বামীকে পরম দেবতা ও তাঁর সেবাকে পরম ধর্ম জেনে আমি তাই করে যাচ্ছি। তাতে তো ধর্মপথে এগিয়েই চলেছি। আর শক্তি, তাও তো ঘরে থেকেই আমার হয়েছে ; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন। আপনি দূর অরণ্যে কোথায় ক্রোধের আগুনে বক পুড়িয়েছেন, তা আমি ঘরে বসেই টের পেয়েছি। এতে আর আছে কি? আমার মনে হচ্ছে, ঠিক ঠিক ধর্ম কাকে বলে এখনও তা বুঝতে পারেন নি আপনি। একটা কথা শুনুন। আপনি মিথিলায় চলে যান। সেখানে ধর্মব্যাধ বলে একজন লোক আছেন। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব তিনি জানেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতাপিতার সেবাপরায়ণ। তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। যথার্থ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ পাবেন তাঁর কাছে।"

কৌশিক সব শুনে ভিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। তাঁর শক্তির অহঙ্কার তখন অনেকখানি মাথা নত করেছে।

ধর্মব্যাধ

কৌশিকের মনস্থির করতে একটু সময় লাগল। পতিব্রতা রমণী তাঁকে ধর্মব্যাধের কাছে যেতে বলেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ; ধর্মোপদেশলাভের জন্য তাঁকে যেতে হবে একজন ব্যাধের কাছে? সব কথা ভালভাবে চিন্তা করে অবশেষে তিনি যাওয়াই স্থির করলেন।

কৌশিক মিথিলার দিকে চলেছেন। পথে কত গ্রাম পড়ল, সবুজ শস্যভরা কত মাঠ পড়ল। কত নদী পার হয়ে চললেন তিনি। অবশেষে রাজর্ষি জনকের রাজধানী মিথিলায় এসে পৌঁছুলেন। কি সুন্দর পুরী! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট ঘর-বাড়ী, জলাশয় ইত্যাদি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। লোকগুলিও সব সুস্থ, সবল, সুদর্শন। রাস্তায়, হাটে, গৃহে সর্বত্রই যেন উৎসব লেগে আছে; সর্বত্রই আনন্দের ভাব। দেখে খুব খুশী হলেন তিনি। শুনলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী রাজা জনকের সুশাসনে রাজধানীতে সব সময় এরকম শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথিলায় আসা তাঁর এই প্রথম। পথঘাট সবই অপরিচিত। কোথায় গেলে ধর্মব্যাধকে পাওয়া যাবে, জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে চললেন। দেখলেন, ধর্মব্যাধকে সবাই চেনে, পরম ধার্মিক বলে জানে। শেষে একটি মাংসের দোকানে এসে পৌঁছুলেন। দেখলেন, দোকানের ভেতরে বসে একটি লোক মাংস বিক্রী করছে। শুনলেন, ইনিই ধর্মব্যাধ। দোকানের

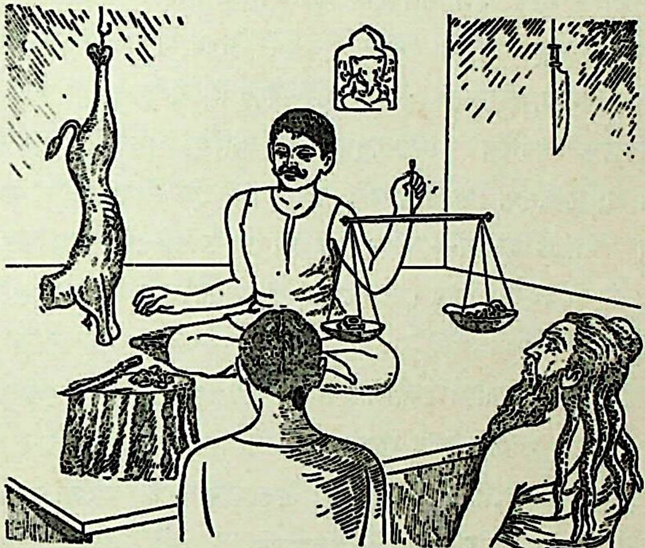

কৌশিক দেখলেন মাংস বিক্রী করছে ধর্মব্যাধ

সামনে অনেক ক্রেতা এসে ভীড় জমিয়েছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রসন্ন হলেন। ভাবলেন, "হায়রে ভাগ্য! এই ঘৃণিত কাজ করছে যে লোকটি, সে নাকি পরম ধার্মিক! তার কাছে আবার ধর্মের কথা শুনতে হবে!"

এদিকে ধর্মব্যাধ নিজের শক্তিবলে টের পেয়ে গেছেন যে কৌশিক এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি জন্য তিনি এসেছেন, কে তাঁকে পাঠিয়েছেন, তাও টের পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে ধর্মব্যাধ তাঁকে বললেন, "ঠাকুর প্রণাম গ্রহণ করুন। খবর সব ভাল তো? আদেশ করুন, আমাকে কি করতে হবে। পতিব্রতা রমণী যে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তা আমি জানতে পেরেছি। কেন পাঠিয়েছেন, তাও টের পেয়েছি।" কৌশিক তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হলেন—"এ-ও তো কম লোক নয় দেখছি! এ-ও তো ঘরে বসেই সব টের পেয়ে গেছে!" ব্যাধের বিনীত ব্যবহারে খুশিও হলেন খুব।

ব্যাধের অনুরোধে কৌশিক তাঁর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে হাত-পা ধুয়ে, আরাম করে বসে দুজনে আলাপ সুরু করলেন।

কৌশিক বললেন, "দেখ বাপু, তোমার এই মাংস বিক্রীর কাজটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি ধার্মিক লোক, তুমি এসব হীন কাজ কর কেন? তোমার মত লোকের একাজ করা সাজে না। আমার বিশ্রী লেগেছে, তোমাকে এ কাজ করতে দেখে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাধ বললেন, "ঠাকুর, এ তো আমার জাতিধর্ম। আমার বংশে সবাই এ কাজ করে এসেছে। আপনি এতে চটছেন কেন? আমি শাস্ত্রবিধি মেনে চলি। মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের মনে প্রাণে সেবা করি। সত্য কথা বলি, কারো প্রতি বিদ্বেষের ভাব রাখি না। দীন-দুঃখীকে যথাসাধ্য দান করি। অতিথিসেবা করতে কখনও পরাঙ্মুখ হই না। দেবসেবা হয়ে যাবার পর গুরুজন, আত্মীয়-অতিথি প্রভৃতির, এমনকি ভৃত্য প্রভৃতিরও খাওয়া শেষ হলে তারপর যা থাকে, শরীর রক্ষার জন্য তাই গ্রহণ করি। এদের সকলের সেবা করাকেই আমার কর্তব্য বলে জানি। সশ্রদ্ধভাবে সে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি। এদের সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। মাংস বিক্রী করে অর্থোপার্জন করা আমার স্বধর্ম বলে আমি তাই করে থাকি। আমি শাস্ত্রবিরোধী কাজ তো করি না কিছু! অবশ্য আমি নিজে মাংস খাই না। নিজে প্রাণীবধও করি না, শিকারীদের কাছ থেকে নিহত পশু এনে তার মাংস বিক্রী করি।"

তারপর ধর্মব্যাধ বহু ধর্মতত্ত্ব, এমনকি ব্রহ্মবিদ্যার কথাও বললেন কৌশিককে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বহু কথার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, "আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যা সাধারণের হিতজনক, তাই-ই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়।...ইন্দ্রিয়সংযম করলেই তপস্যা হয়; তাছাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপানুষ্ঠানের আর কোন উপায় নেই।...জীব নিত্য, শরীর অনিত্য ; মৃত্যুকালে কেবল শরীরের নাশ হয়।"

শুনতে শুনতে ধর্মব্যাধ সম্পর্কে কৌশিকের ধারণা পালটে গেল। দেখলেন, তাঁর কথা যতই শুনছেন, মনের সংশয় ততই কেটে যাচ্ছে ; ততই জ্ঞানের আলোকে হৃদয় ভরে উঠছে। ব্রহ্মবিদ্যার কথা ধর্মব্যাধ যা বললেন, তাঁর মন নিঃসংশয়ে তা মেনে নিল। তখন বুঝলেন, ধর্মব্যাধ জ্ঞানলাভ করেছেন। কারণ কেবল শাস্ত্র পড়ে সে সব কথা বলে অপরকে তর্কে নিরস্ত করা যেতে পারে ; বড়জোর সে বিষয়ে তার বুদ্ধিতে একটা আবছা ধারণা এনে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজের অনুভূতি না থাকলে এভাবে অপরের মনে কিছু গেঁথে দেওয়া কখনো সম্ভব হয় না। কোন আদর্শ নিজজীবনে প্রতিফলিত করতে না পারলে কেবল উপদেশ দিয়ে অপরকে সে আদর্শে জীবনগঠন করতে অনুপ্রাণিত করা দুষ্কর।

ধর্মব্যাধকে বললেন, "ধর্মের তত্ত্ব কিছুই অবিদিত নেই আপনার। আপনার কথা শুনে আপনাকে মহর্ষি বলে মনে হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অতি ঘৃণিত কাজ করা সত্ত্বেও আপনি সিদ্ধিলাভ করেছেন দেখছি।"

ধর্মব্যাধ তখন সিদ্ধিলাভ করতে হলে সংসারে কি ভাবে থাকতে হয়, কৌশিককে নানাভাবে তা বুঝিয়ে দিলেন। শেষে মা-বাপের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, "আমি এঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা বলে ভাবি, আর সেভাবেই সেবা করি। এতেই আমার সব হয়েছে। আপনিও ঘরে ফিরে যান, সেখানে থেকে ধর্মানুষ্ঠান করুন। মা-বাপের অনুমতি না নিয়ে তাঁদের ত্যাগ করে বেদপাঠের জন্য বাড়ী ছেড়ে চলে আসাটা আপনার ভাল কাজ হয় নি। ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। আমি মনে করি, এতেই আপনার কল্যাণ হবে।"

কৌশিক বললেন, "পতিব্রতা রমণী আপনাকে মহা ধার্মিক বলেছিলেন। প্রথমটা না বুঝলেও এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনার কথায় আমার মনের সংশয় কেটে গেছে। আপনার কথামতই চলব।"

ধর্মব্যাধের কাছে বিদায় নিয়ে কৌশিক দেবতাজ্ঞানে মাতাপিতাকে সেবা করার জন্য ঘরে ফিরে গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, নিজের দেব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে, সর্বভূতে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে হলে, ঈশ্বরজ্ঞানে সকলের সেবা করতে হবে। বলেছেন, প্রথমে সকলকে ঈশ্বরজ্ঞান করতে না পারলে, নিজ পরিবারের সকলকে, অন্ততঃ একজনকে নিয়ে আরম্ভ করতে হবে; তার সেবায় ঈশ্বরের সেবা হচ্ছে, তাকে ভালবাসলে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হচ্ছে, এটা দৃঢ়নিশ্চয়ে জেনে এগিয়ে যেতে হবে।

কঠিন হলেও, সংসারে থেকে সব কর্তব্য করেও মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। কে কোন্ জাতি, কার কি ধর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা কে কি কাজ করছে, তা দিয়ে বোঝা যায় না। স্বরূপবোধের দিকে সে কতখানি এগিয়েছে। কি ভাব নিয়ে সে কাজ করছে, সেইটাই হল আসল কথা।

যে কোন কাজ করতে গেলেই সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-লোকসান—এসব আপনি এসে পড়ে। সে সব সময় মন আনন্দে নেচে উঠতে চাইবে, বা বিষাদে অবসন্ন হতে চাইবে। তখন জোর করে তাকে স্থির করে রাখার চেষ্টার ভেতর দিয়েই জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় সাধনা হয়ে যায়। সেজন্য, আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সংসারের কোন পরিবেশই মানুষের আত্মজ্ঞানলাভের পথে এগিয়ে চলার বাধা কখনো হতে পারে না।

পরের গল্পটিতে আমরা আরো ভালভাবে তা বুঝতে পারব।

কৃষ্ণার্জুন

পুরাকালে ভারতবর্ষে বিচিত্রবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র বড় ছেলে হয়েও জন্মান্ধ ছিলেন বলে রাজ্য পেলেন না, পাণ্ডু রাজা হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রভৃতি একশো ছেলে। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজকুমারেরা ছোট থাকতেই পাণ্ডু মারা যান বলে ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সব ছেলেরাই এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, যুদ্ধবিদ্যাদি শিখেছিলেন। তাঁরা সব ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন।

রাজ্য ন্যায়তঃ যুধিষ্ঠিরাদির প্রাপ্য বলে দুর্যোধন আগে থেকেই তাঁদের মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বহু রকমে অন্যায় ভাবে তিনি কষ্ট দিয়েছেন তাঁদের। পরে ধৃতরাষ্ট্র সব দিক ভেবে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনকে রাজ্য ভাগ করে দিলেন।

দুর্যোধনের তাও সহ্য হল না। গোটা রাজ্যটা তাঁর চাই। যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশা খেলায় হারিয়ে তিনি পাঁচ ভাইকে দ্রৌপদী সহ বনে পাঠিয়ে দিলেন। প্রকাশ্য রাজসভায় সকলের সামনে এনে দ্রৌপদীর অপমানের একশেষ করলেন। দুর্যোধনের এত সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করার পর বনবাস থেকে ফিরে এসে যুধিষ্ঠির নিজের রাজ্য ফিরে চাইলেন। দুর্যোধন ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। শান্তিতে সব মিটমাট করে নেবার জন্য যুধিষ্ঠির শেষে পাঁচ ভাই-এর জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন; যাতে ক্ষত্রিয়-জনোচিত গ্রাসাচ্ছাদন কোনওরূপে নির্বাহ করা যায়। দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাও দিতে রাজি না হওয়ায় অবশেষে দুপক্ষে যুদ্ধ বাধে। কুরুক্ষেত্রের মাঠে এ যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হবে, দুপক্ষের সেনা ও সেনা-নায়কেরা দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি সবাই

LIBRARY
No.........

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে দাঁড়িয়েছেন নিজের নিজের জায়গায়। সবই তৈরী, একটু পরেই সংগ্রাম বাধবে। এমন সময় যুধিষ্ঠিরের পক্ষের মহাবীর অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "সখা, একবার দু-দলের সেনার মাঝখানে আমার রথটা নিয়ে চল; দেখি যুদ্ধ করার জন্য দুপক্ষে কারা সব সমবেত হয়েছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা মত রথ মাঝখানে এনে দু-দলের সেনানীদের পরিচয় দিতে লাগলেন।

সব দেখে শুনে অর্জুনের হাত-পা অবশ হয়ে এল। শরীর কাঁপতে লাগল, হাত থেকে ধনুক পড়ে গেল। জলভরা চোখে আকুল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "সখা, আমি যুদ্ধ করব না।"

সে কি কথা? এত কাণ্ডের পর অর্জুন শেষ মুহূর্তে একি বলছেন? বলছেনই বা কেন? শ্রীকৃষ্ণ তো জানেন, ভয় পাবার লোক অর্জুন নন; মহা বীর, মহা পরাক্রমশালী, মহা সাহসী তিনি। এর আগে বহু যুদ্ধে নিজের অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছেন—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময়কার যুদ্ধে, গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে, বিরাটরাজের গোধন হরণের সময়কার যুদ্ধে। গোধন হরণের সময় অর্জুন একাই তো বিপক্ষের সব বীরকে পরাজিত করে বিরাটরাজের গোধন ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাছাড়া, গুরু দ্রোণাচার্য, দেবরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র এবং দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে যেসব অস্ত্র দিয়েছেন, সেগুলির সাহায্যে ইচ্ছা করলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে শত্রুদের সকলকেই একসঙ্গে ধ্বংস করে দিতে পারেন। কাজেই ভয়ের কথা উঠতেই পারে না।

ব্যাপার কি তবে? মনের জোরও তো কম নয় তাঁর! অমিত শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধনের এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সব নীরবে সহ্য করে গেছেন শুধু কর্তব্যবোধে, যুধিষ্ঠিরের মুখ চেয়ে।

অর্জুন বললেন, "সখা, এই দ্রোণাচার্য আমার গুরু, দুর্যোধনরা আমার জেঠতুতো ভাই, পিতামহ ভীষ্মের কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছি ছেলেবেলায়। এঁরাই তো সব বিপক্ষে। আমাদের ওপর এঁরা যত অন্যায়, যত অত্যাচারই করে থাকুন, এঁদের হত্যা করে এঁদের রক্তমাখা অন্ন খেয়ে রাজ্য ভোগ করার চেয়ে বরং ভিক্ষা করে খাব; সেও ভাল।"

"তাছাড়া, তুমি তো আমার মনের কথা ভাল করেই জান। এ রাজ্য তো দূরের কথা, এদের হত্যা করে আমি স্বর্গরাজ্যও চাই না। নিজের জন্য কিছুই চাই না আমি; তুমি জান, আমি শ্রেয় চাই, চিরন্তন আনন্দ চাই। এ যুদ্ধ আমি করব না।"

শুনতে কত বড় কথা বলে মনে হয়। মনে হয়, এর চেয়ে বড় মনুষ্যত্বের কথা, ধর্মের কথা আর কি হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অর্জুনকে এর জন্য বাহবা না দিয়ে উল্টে গালাগাল দিলেন—"অর্জুন, তোমার কাজে ক্লীবতা প্রকাশ পাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, তোমার কাজে ক্লীবতা প্রকাশ পাচ্ছে।'

তোমার ব্যবহার দেখে তোমার মধ্যে আর্যসভ্যতা আছে বলেই মনে হচ্ছে না। তোমার পক্ষে এ যুদ্ধ না করাটা ধর্মাচরণ হবে না; সেটা হবে মনের দুর্বলতার কাছে মাথা নোয়ানো। হৃদয়ের এ তুচ্ছ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বীরের মত মাথা তুলে দাঁড়াও।"

অর্জুন বললেন, "দেখ সখা, এই বিশ্রী পরিস্থিতিতে পড়ে আমার বুদ্ধিতে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি আমায় যুদ্ধে গুরু, ভাই, পিতামহ প্রভৃতিকে হত্যা করতে বলছ? একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি। কোন্‌টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে কর্তব্য কি তা ঠিক মত বলে দাও।”

শ্রীকৃষ্ণ তখন নানাদিক থেকে নানাভাবে অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অর্জুন যখন ক্ষত্রিয়-রাজকুমার, হাজার হাজার লোকের রক্ষা ও পালনের দায়িত্ব যখন তাঁর, তখন রাজ্যে অন্যায়ের প্রতিকার তিনি না করলে আর কে করবে? এই কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজন হলে শক্ত হয়ে পিতামহ প্রভৃতির সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে বৈকি। আর অপরের কল্যাণের জন্য নির্লিপ্ত হয়ে, আত্মস্থ হয়ে, সাধারণ দৃষ্টিতে অতি গর্হিত কর্ম বলে প্রতীত এসব কাজ করলেও তাতে মানুষের অধর্ম হয় না; ঠিক ভাব নিয়ে করতে পারলে এতে মানুষ আত্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ করে ধন্য হয়ে যায়।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমেই বেদান্তের অদ্বৈত-জ্ঞানের কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমরা সাধারণ অবস্থায় মনে করি বটে আমি একে মেরে ফেললাম বা আমি বুঝি এর হাতে নিহত হলাম, কিন্তু তা সত্য নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হয়, সেই রকম প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের মন বুদ্ধি প্রভৃতি পরিচালিত হয়ে তাকে দিয়ে সব কাজ করায়। আমাদের ‘আমি’-বোধ এই শরীর-মন-বুদ্ধির খাঁচায় আবদ্ধ থাকে বলে আমরা মনে করি আমরা বুঝি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে এসব করছি। মেঘ যদি মনে করে 'আমি নিজের ইচ্ছায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, জল দিচ্ছি,' সেটা যেমন হাসির কথা হয়, যাঁরা জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁদের কাছে আমাদের এই 'আমি করছি'-ও ঠিক তেমনি হাসির কথা বলে মনে হয়। তা ছাড়া জ্ঞানলাভের আগেও আসল মানুষ মরে না। মৃত্যুকালে সে সূক্ষ্ম-শরীর নিয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। আবার নূতন একটা দেহ নিয়ে জন্মায়—যেমন ছেঁড়া কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন জামাকাপড় পরি আমরা।

এসময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে দেন যে, বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও রুচি বিভিন্ন বলে এই সত্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন রকম ধর্মপথ সৃষ্ট হয়েছে। এগুলিকে পৃথক বলে মনে হলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব পথেরই এক। শরীর-মনের খাঁচায় ঘেরা 'আমি'-টার সীমা ক্রমে বাড়িয়ে দিয়ে, ছোট গণ্ডিগুলো ক্রমে ভেঙ্গে ফেলে সব পথই শেষকালে মানুষকে বেদান্তোক্ত সর্বব্যাপী চৈতন্যে পৌঁছে দেয়।

এ পথের একটি হচ্ছে, বিশ্বের এই চরম সত্যকে আমাদেরই মত দেহমনবিশিষ্ট একজন বলে ভেবে তাঁকে ভালবাসতে শেখা। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু হচ্ছে জেনে তাঁর মুখ চেয়ে সবকিছু করে যাওয়া। ভালবাসার সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশী পরিচিত। সেজন্য এপথে চলা সকলের পক্ষে সহজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ পথকে ভক্তিপথ বলে। ভালবাসার সাধনা করতে করতে ভালবাসা যত গভীর হয়, মানুষ ততই নিজেকে ভুলে যায়। শেষে ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে নিজেকে সে মিশিয়ে দেয়।

আর একটি পথ হচ্ছে বিচার করে, গভীর ভাবে চিন্তা করে ঠিক ঠিক ধারণা করার চেষ্টা করা যে, আমি শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে আলাদা; আমি চিরমুক্ত, জন্মমৃত্যু নেই আমার; আমি সব ঠাঁই জুড়ে আছি। জ্ঞানপথ বলে একে। যে সব লোক বিচারপ্রবণ বেশী, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে দুর্বলতা বলে ভাবে যারা, তাদের এ পথে চলা খুব সুবিধা। এভাবে চলতে চলতে এক দিন জ্ঞানের দরজা খুলে যায়।

আর একটা পথের নাম রাজযোগের পথ। খুব মনের জোর নিয়ে জন্মায় যারা, ইচ্ছা করলেই যারা জোর করে মনকে বাইরের জিনিসের চিন্তা থেকে টেনে এনে চুপ করে বসিয়ে রাখতে পারে, অটুট ব্রহ্মচর্য পালনের শক্তি আছে যাদের, এপথ তাদের পক্ষে প্রশস্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় চুপ করে বসে দেহ-মন স্থির করার চেষ্টা করতে হয়; মন একটি মাত্র বিষয়ে স্থির করে, পরে একেবারে চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করতে হয়। শরীর যেন সরা, আর আমাদের মন যেন জল। মনে সব সময় চিন্তার ঢেউ উঠছে বলে তার মধ্যে আমাদের স্বরূপ ঠিক মত ফুটে ওঠে না। সরার জল স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেই তার মধ্যে যেমন সূর্যকে ঠিক ঠিক প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, আমাদের মন চিন্তাশূন্য হলেই তেমনি আমাদের যথার্থ স্বরূপ ফুটে ওঠে সেখানে। চেষ্টা করতে করতে এপথে সত্যলাভ, জ্ঞানলাভ করে মানুষ।

আর একটি পথ হচ্ছে নিষ্কাম কর্মের পথ। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে, সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে মন নির্লিপ্ত রেখে শুধু কর্তব্য-বোধে কর্ম করার চেষ্টা করতে করতেই মানুষের জ্ঞানলাভ হয়। প্রকৃতির গুণেই সব কাজ হচ্ছে, আমি কিছুই করছি না; অথবা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সব কিছু করছি—যেমন করাচ্ছেন তিনি, যেমন ইচ্ছা তাঁর; এ দুটি ভাবের যে কোন একটি অবলম্বন করে এপথে এগিয়ে যাওয়া যায়। কোন কিছুতে বিশ্বাসী না হয়েও, শুধু নিজের জন্য কিছু না চেয়ে অপরের কল্যাণের জন্য কাজ করার ভেতর দিয়েও মানুষ এ পথে এগিয়ে যায়। এভাবে কাজ করতে করতে একদিন মানুষের সীমায়িত 'আমি'-বোধের সীমা ভেঙ্গে যায়, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সে।

মোটামুটি এই চারটিই প্রধান পথ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরও অনেক কথা বলে বোঝাবার পর অর্জুন বুঝলেন যে, এ যুদ্ধ তাঁর ধর্মপথে বাধা হবে না, বরং তাঁকে আত্মজ্ঞানলাভের পথে এগিয়েই দেবে। তখন তিনি যুদ্ধ করতে সানন্দে রাজী হলেন, সিংহবিক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনুক তুলে নিয়ে টঙ্কার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "সখা, যে মোহ, যে সন্দেহ আমার মন-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তোমার কৃপায় তা এখন কেটে গেছে।"

আমরা অনেক সময় ভাবি ধর্ম ধর্ম করেই বুঝি আমাদের জাতটা উৎসন্নে গেছে; কর্মবিমুখ শক্তিহীন কাপুরুষের দলে পরিণত হয়েছে। কথাটা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য, আখ্যানটি পড়ার পর তা বোঝাতে হবে না। জীবনে ধর্মকে ঠিক মত রূপায়িত করতে না পারলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার করলে অবশ্যই এসব দোষ আসে। কিন্তু বেদান্তের ঠিক ঠিক চর্চা মেষশাবককে সিংহশিশুতে পরিণত করে, মানুষকে দেবতার চেয়েও বড় করে তোলে।

কর্মের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দৃষ্টান্তরূপে জনক রাজার নাম প্রায়ই শোনা যায়। জনক রাজার গল্প বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

জনক ও শুকদেব

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে একটি কিশোর হেঁটে চলেছেন মিথিলার দিকে। কিশোরটির নাম শুকদেব। তিনি ব্যাসদেবের পুত্র। ব্যাসদেব মহাজ্ঞানী ছিলেন; তিনি ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগুলি বেদান্ত-দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ যে সব জ্ঞানের কথা বিভিন্ন উপনিষদে ছড়ানো রয়েছে, তা একত্র করে গুছিয়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ব্রহ্মসূত্রে।

বালক হলেও শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যাসদেব তাঁকে নিজের কাছে রেখে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন ; শুকদেব তা উপলব্ধিও করেছেন। ব্যাসদেব তাঁকে সে কথা জানিয়েছেনও। তবু ব্যাসদেব তাঁকে জনকের কাছে পাঠাচ্ছেন। জনক ব্রহ্মজ্ঞ, সেজন্য তাঁর মুখ থেকে আর একবার সে কথা শুনে নিতে। সত্যজ্ঞান লাভ হলে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতে হয়, জ্ঞানী গুরুর মুখে তা শুনতে হয়। তাহলে সংশয়ের আর কোন অবকাশ থাকে না। এসব করতে হয় এইজন্য : আমি নিজে যা উপলব্ধি করলাম, আমার আগে বহু সত্যদ্রষ্টা সে সত্য উপলব্ধি করে গেছেন, শাস্ত্রে তা লিপিবদ্ধ আছে ; তার সঙ্গে আমার উপলব্ধি মিলে যাচ্ছে। আবার ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁরা আছেন এখন, তাঁদের উপলব্ধির সঙ্গেও আমার উপলব্ধির মিল দেখছি। কাজেই আমি যা দেখেছি, তা আমার মনের ভুলের জন্য বা মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য নয় ; যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা সবই সত্য।

শুকদেব তাই পিতার আদেশে জনকের কাছে চলেছেন। জনকের আর এক নাম বিদেহ। আমরা সাধারণ অবস্থায় দেহ ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু জনক সব সময় নিজেকে দেহ থেকে আলাদা আনন্দময় সত্তা বলে অনুভব করতেন। সেজন্যই তাঁর আর এক নাম বিদেহ। রাজা হয়েও, নিখুঁতভাবে সব রাজকার্য করেও সব সময় এসবে অনাসক্ত হয়ে থাকতেন তিনি। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, পাঁকাল মাছ সব সময় পাঁকের মধ্যে থাকলেও তার গায়ে এক ফোঁটা পাঁক লাগে না, সব সময় তার শরীর ঝকঝকে থাকে।

জনক শুনেছিলেন, শুকদেবকে ব্যাস তাঁর কাছে পাঠাচ্ছেন। সেজন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তিনি।

শুকদেব মিথিলায় ঢুকে জনকের প্রাসাদ-দ্বারে এসে পৌঁছুলেন। দ্বারপালরা ফিরেও চাইল না তাঁর দিকে। বসবার জন্য একটা আসন অবশ্য দিল; তারপর উদাসীন হয়ে রইল তাঁর প্রতি। তিনদিন ধরে শুকদেব সেখানে বসে রইলেন, কেউ খবর নিল না কোথা থেকে তিনি এসেছেন, তাঁর পরিচয় কি, কেনই বা তিনি এসেছেন। মহামুনি ব্যাসের পুত্র তিনি; তাঁর বাবার নাম দেশজুড়ে সবাই জানে, সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া তিনি নিজেও মহামান্য। সসম্ভ্রমে তাঁকে প্রাসাদে বরণ করে নেবার কথা। তবু নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি কোন সম্মান দেখাল না, এতটুকু মনোযোগও দিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর হঠাৎ একসময় রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা এলেন, বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়ে অতি সমাদরে মনোরম একটি কক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ঘরটি মূল্যবান আসবাব দিয়ে অতি পরিপাটি করে সাজানো। সেখানে পরম যত্ন ও সেবায় তাঁকে আট দিন রেখে দিলেন। স্নানের জন্য সুগন্ধি জল, পরবার জন্য মহামূল্য পরিচ্ছদ আনিয়ে দিলেন।

আটদিন ধরে এই রাজোচিত বিলাসিতার মধ্যে রাখার পর শুকদেবকে জনকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল প্রথম তিন দিনের উপেক্ষা বা পরের আট দিনের সমাদর, এর কোনটিতেই শুকদেবের স্থির প্রশান্ত মুখভাবের কখনও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। উপেক্ষাতে একটুও বিষণ্ণ হন নি তিনি, সমাদর এবং সম্পদেও বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন নি ; সর্বাবস্থায় এই দুই-এর অতীত এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ডুবে ছিলেন।

জনক সিংহাসনে বসে ছিলেন। তাঁর সামনে নাচগান হচ্ছিল। সেখানে শুকদেবকে নিয়ে যাওয়া হল। জনক তাঁর হাতে একটি পাত্র দিলেন। পাত্রটি কানায় কানায় দুধে ভরা। পাত্রটি দিয়ে জনক বললেন, "পাত্রটি হাতে করে ঘরের ভেতর সাতবার চারিদিকে ঘুরে এস। দেখো, এক-বিন্দু দুধও যেন মেঝেতে না পড়ে।"

ঘরের মধ্যে সুন্দরী যুবতীরা নাচগান করছে। আরও অনেক রকম আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে। চিত্তবিক্ষেপের কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু শুকদেবের মন সে সবের দিকে মুহূর্তের জন্যও আকৃষ্ট হল না, সারা মন পড়ে রইল পাত্রের দিকে। মনের ওপর তাঁর এতখানি দখল ছিল যে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাধ্য ছিল না তার। জনকের কথামত পাত্র হাতে নিয়ে তিনি সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করে এলেন; একবিন্দু দুধও পাত্র থেকে পড়ল না। দেখে খুশী হয়ে জনক বললেন, "বাছা, তুমি নিজে যা বুঝেছ, তোমার বাবা তোমাকে যা বলেছেন, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি আমি—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। জানার আর কিছু বাকী নেই তোমার। বাড়ী ফিরে যাও।"

যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁদের সকলেরই ভেতর এই নির্লিপ্ততা আসে। জনক রাজার নির্লিপ্ততার বহু উদাহরণ আছে। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁদের এই নির্লিপ্ততার সাধনা করতে হয়; গৃহস্থ, সন্ন্যাসী উভয়কেই। নির্লিপ্ততা মানে কর্মে উদাসীনতা নয়। আত্মজ্ঞান লাভ যাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের কিভাবে কাজ করতে হবে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা বলে গেছেন। ধৃতি ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে হবে, কোন রকমে দায় সারার ভাব নিয়ে করলে চলবে না। তবে, এভাবে কাজ করার পর তার ফল যাই হোক না কেন, কাজে সিদ্ধিই আসুক আর অসিদ্ধিই আসুক, তাতে অতি-উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ হলে চলবে না; উভয় অবস্থাতেই মন স্থির রাখতে হবে, কর্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে নির্লিপ্ত থাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জিনিসকে 'মনের ত্যাগ' বলেছেন। গৃহস্থ ভক্তদের তিনি বলতেন, "তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

এই মনের ত্যাগের, এই নির্লিপ্ততার সামান্য অংশও যদি জীবনে আনা যায়, এই জীবনকে তাহলে কত বেশী করে উপভোগ করতে পারি আমরা। শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট, বিপদ, এসব কোন না কোন আকারে আমাদের সকলের জীবনে আসবেই। আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, তাদের আসা বন্ধ করা যাবে না। একটা দরজা বন্ধ করলে আর একটা দিয়ে আসবে। সেটা বন্ধ করলে আর একটার পথ খোলা রইল তখনো, বা নতুন একটা পথ সৃষ্টি হল। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এলেও তারা যদি আমাদের মনে দাগ কাটতে না পারে, সে সব অবস্থায় যা করণীয় থাকে সেটুকু করে আমরা যদি অনর্থক উদ্বেগকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, তা হলে জীবন আরও কত বেশী উপভোগ্য হয়ে ওঠে! সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদে মন শান্ত থাকলে বুদ্ধিও স্থির থাকে; যেটুকু করণীয় থাকে তখন, তা আরও ভালভাবে করতে পারা যায়।

যে আত্মজ্ঞানের চর্চা মনের এই নির্লিপ্ততা লাভের সহায়ক, মনের কিরূপ প্রস্তুতি থাকলে সে জ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়, পরের গল্পটিতে তার উল্লেখ রয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানলাভের জন্য মনের প্রস্তুতি

নচিকেতার উপাখ্যান

চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। দেশের চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে! ঋষি বাজশ্রবস যজ্ঞ করছেন। বিরাট যজ্ঞ। এ যজ্ঞে ঋষি তাঁর সব ধনসম্পদ দান করবেন।

তপোবনের একপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যজ্ঞমণ্ডপ করা হয়েছে। বহু ঋষি এসেছেন, বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে; হোমানলে আহুতি দেওয়া হচ্ছে।

দানও সুরু হয়েছে। বহুবিধ দানের পর গাভীদান সুরু হল। বাজশ্রবস বহু গাভী দান করে চলেছেন।

সকলেই আনন্দে বিভোর—শুধু একটি ছেলের মুখে হাসি নেই, উৎসবের আনন্দ নেই। ম্লান গম্ভীর মুখে ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাভীদান দেখছে। ছেলেটি বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা। তার কিশোর মনে আজ ঝড় উঠেছে; ভাবছে, "দান করা খুব ভাল কাজ। বাবা গাভী দিচ্ছেন—যাকে দিচ্ছেন তার উপকারে লাগবে বলে। সেইজন্যই তো দানের এত মহিমা; টাকা দিয়ে গরু কিনে দুধ খাবার বা ছেলেকে খাওয়াবার সামর্থ্য নেই যাদের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা গরু অমনি পেলে তাদের কত না সুবিধে হয়; কিন্তু যত খারাপ গরু ছিল, বাবা সেগুলোকেই বেছে বেছে নিয়ে এসেছেন। এমন সব রোগা জরাজীর্ণ চেহারা তাদের যে দেখলেই বিতৃষ্ণা আসে। মনে হয় এজন্মের মত ঘাস খাওয়া, জল খাওয়া তাদের শেষ হয়ে গেছে; যজ্ঞশালা থেকে ঘরে নিয়ে যাবার পথেই বোধ হয় তারা মরে যাবে, মরণের পথে পা বাড়িয়েই রয়েছে। ভাল গরু তো কত আছে; সে সব আনেন নি কেন বাবা? যে উদ্দেশ্যে অপরকে গরু দান করা, সে উদ্দেশ্য কি এতে সিদ্ধ হবে? এতে তো ফল হবে উল্টো।"

অভিমানে শিশু-মন ভরে উঠল। কিন্তু সে ছেলেমানুষ, এর প্রতিবাদ জানাবে কি করে? বাবার কাছে গিয়ে অভিমানভরে বলল, "বাবা আমাকে কার কাছে দান করলেন?"

ছোট ছেলের অর্থহীন কথায় কান দেবেন, ঋষির সে সময় কোথায়? নচিকেতা কিন্তু ছাড়ল না; বারে বারে একই প্রশ্ন করে চলল। তাকে থামাবার জন্য বিরক্ত হয়ে বাজশ্রবস বললেন, "যা, তোকে যমের হাতে দিলাম।"

উত্তর শুনে চুপ করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল নচিকেতা। ভাবল, "বাবা একি বললেন! আর এত অগ্রাহ্য করলেন আমাকে! আমি কি এতই অপদার্থ? মানুষ হিসাবে আমার কি কোন মূল্যই নেই?" ভেবে দেখল, তা সত্য নয়—"অনেকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ে আমি বড়, অনেকের তুলনায় মধ্যম; বাবার ছাত্রদের মধ্যে আমি একেবারে অধম পর্যায়ে পড়ি না।" নিজের ওপর শ্রদ্ধা জাগল, আত্মবিশ্বাসে হৃদয় ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও ঠিক হয়ে গেল। "যমরাজের অনেক কাজে লাগতে পারি", এই ভেবে সে যমরাজের কাছে যেতে কৃতসঙ্কল্প হল।

বাবার কাছে নিজ সঙ্কল্পের কথা জানাল। বাজশ্রবস শুনে আঁতকে উঠলেন। অন্যমনস্ক হয়ে একটা কথাই না হয় তিনি বলে ফেলেছেন; কিন্তু তাতে কি? ছেলেকে যমলোকে পাঠানোটা কি আর পিতার অন্তরের কথা হতে পারে? নচিকেতা কিন্তু বাবাকে বোঝালেন যে, সত্যরক্ষা করা তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। একবার যখন কথাটা বলে ফেলেছেন, তখন মনে যত কষ্টই হোক না কেন, নচিকেতাকে যমপুরীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া তাঁর উচিত। মানুষের জীবন আর ক'দিনের! যে শরীরটার মাধ্যমে পৃথিবীর রূপ-রস ভোগ করি আমরা, সেটার মৃত্যু ধ্রুব। কিন্তু সত্যরক্ষা করতে পারলে তার শুভ ফল দেহনাশের পরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়, পর-জীবনেও ফলদান করে।

নচিকেতার কথায় হুঁশ হল বাজশ্রবসের। বাবাকে বুঝিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে নচিকেতা যমপুরীর পথে রওনা হল। যমরাজ পক্ষপাতশূন্য হয়ে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে কর্মফল বণ্টন করে দেন ; ভাল কাজের ভাল ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল। যমরাজ নিরপেক্ষভাবে এ ব্যবস্থা করেন বলে তাঁর আর এক নাম ধর্মরাজ। কাজেই নচিকেতা যমরাজ সম্বন্ধে মনে খুব উঁচু ধারণা নিয়ে যমপুরীতে হাজির হল।

যমরাজ তখন সেখানে ছিলেন না, বাইরে গিয়েছিলেন। নচিকেতা কিছু না খেয়ে তিনদিন তাঁর ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে রইল।

তিনদিন পরে ফিরে সব দেখেশুনে যমরাজ খুব খুশী হলেন। খুব খুশী হলেন নচিকেতাকে দেখে, তার শ্রদ্ধার, তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে। বললেন, "তুমি তিনরাত্রি কষ্ট করে আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছ। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার কাছে তিনটি বর চেয়ে নাও।" নচিকেতা বলল, "আমি পৃথিবী ছেড়ে আপনার কাছে এসেছি। বাবা এর জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, খুব উৎকণ্ঠা নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন। আপনার কাছ থেকে তাঁর কাছে যখন ফিরে যাব, তখন তিনি যেন আমায় চিনতে পারেন, আর প্রসন্নমনে আমাকে গ্রহণ করেন। প্রথমে এই বরটি চাচ্ছি।"

যমরাজ বললেন, "তাই হবে, বাবা! দ্বিতীয় বর চাও।"

নচিকেতা বলল, "শুনেছি স্বর্গে গিয়ে লোক খুব সুখে থাকে। সেখানে রোগ শোক জরা নেই, মৃত্যুভয়ও নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কর্মসহায়ে সেই স্বর্গলোকে যাওয়া যায়, আমায় তা শিখিয়ে দিন।”

স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য যে যজ্ঞ করতে হয়, যমরাজ তার সব খুঁটিনাটি নচিকেতাকে শিখিয়ে দিলেন। নচিকেতা একবার শুনেই তার পুনরাবৃত্তি করল। তার মেধা দেখে প্রসন্ন হয়ে যমরাজ তাকে একটি অতিরিক্ত বর দিলেন—“নচিকেতা, তোমার নামেই এ যজ্ঞাগ্নির নামকরণ হবে।” তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “এবার তৃতীয় বর কি চাও বল ?”

নচিকেতা বলল, “কেউ বলে মৃত্যুর পরও মানুষের অস্তিত্ব থাকে ; শরীরটাই নষ্ট হয়, আসল মানুষ মরে না, আত্মা অমর। আবার কেউ বলে, তা নয়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব কিছুর শেষ হয়ে যায়, তার আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। এর ভেতর কোনটা সত্য, আপনার মুখে তাই শুনতে চাই। আপনার কাছে আমি আত্মতত্ত্ব জানতে চাই।”

যমরাজ তো ছেলেটির কথা শুনে অবাক—“বলে কি ছোকরা!” তার শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস দেখে আগেই খুশী হয়েছিলেন ; এখন তার ভেতর এত কম বয়সেই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা জেগেছে দেখে মনে মনে আরও প্রসন্ন হলেন। তবু এ ইচ্ছাটা আন্তরিক কি না, তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। নচিকেতাকে বললেন, “দেখ বাবা, এ তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম ; দেবতারাও এবিষয়ে নিঃসংশয়

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন। কাজেই এ তত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অন্য বর চাও তুমি।"

নচিকেতা বলল, "তাহলে তো এ তত্ত্ব আমাকে জানতেই হবে। কারণ এবিষয়ে দেবতাদেরও যখন সন্দেহ রয়েছে, তখন আপনার মত যোগ্য বক্তা আর কোথায় পাব ? আত্মতত্ত্ব জানবার এমন সুযোগ আমি ছাড়ব কেন ?"

যমরাজ বললেন, "দেখ নচিকেতা, তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে দেব। ভূ-সম্পত্তি, গাড়ী-ঘোড়া, ধন-জন প্রচুর দেব তোমাকে। পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে একশো বছর এ সব ভোগ কর। যদি ইচ্ছা হয়, আরো বেশী দিন, যতদিন খুশি বেঁচে থেকে এসব ভোগ কর। পৃথিবীতে মানুষ তো এই সবই চায়। আর চেয়ে দেখ, স্বর্গের অপ্সরারা সব রয়েছে এখানে। এদের নিয়ে যাও, এরা খুব ভাল নাচ-গান জানে। তোমাকে আরো অনেক রকম ভোগের জিনিস দেব ; যা ভোগ করতে চাও, তাই দেব। স্বর্গে না এলে যা ভোগ করা যায় না, পৃথিবীতে যা দুর্লভ, তাও তোমাকে দিচ্ছি। মানুষ তো জীবনে এই সবের জন্যই লালায়িত ; যতদিন বেঁচে থাকে, পৃথিবীতে যা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সবই ভোগ করতে চায় ; আবার মৃত্যুর পর আরো ভালভাবে, নিরুদ্বেগে সে সব ভোগ করার জন্য স্বর্গে যাবার স্বপ্ন দেখে। তোমাকে তো আমি সবই দিচ্ছি। এসব নিয়ে যাও ; এসব না চেয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছ কেন ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

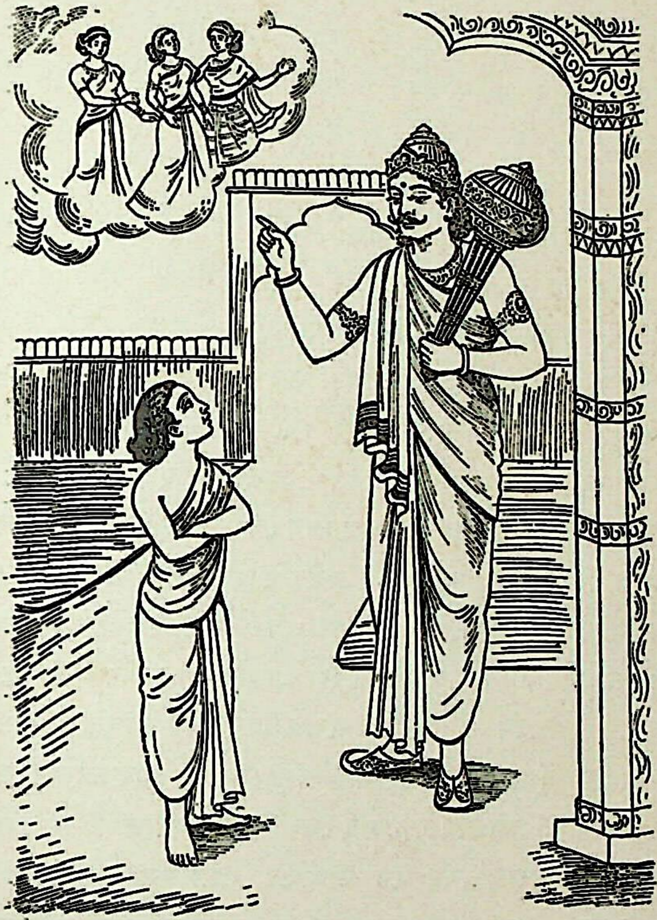

যমরাজের বহু প্রলোভনেও নচিকেতা ভুলল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আজীবন এসব ভোগ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী আনন্দের, সীমাহীন বিরামহীন প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দের অধিকারী হতে চায় নচিকেতা ; আত্মজ্ঞানলাভের পথেই সে আনন্দ আসে। অল্পে তার মন ভরবে না। 'কড়াইয়ের ডালের খদ্দের' নয় নচিকেতা, সে মহামূল্য জিনিস নিতে এসেছে। তাই বলল, "যমরাজ, দেহ-ইন্দ্রিয়ের মারফত যে সব ভোগে মানুষ আনন্দ পায়, সে সব ভোগের উপকরণ আপনি আমায় প্রচুর দিচ্ছেন, ঠিক কথা। কিন্তু যত বেশীই দিন না কেন, তাতে আর কতটুকু আনন্দ আসবে ? যতই দিন মনের খিদে কখনো মিটবে না। তাছাড়া, কদিন আর এসব ভোগ করব ? একশো বছরই বাঁচি, আর দুশো বছরই বাঁচি, একদিন তো তার শেষ আছে ! আর যাদের মারফত ভোগ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গুলিও তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ হয়ে আসবে। সেজন্য এসব ভোগের দিকে আমার মন যাচ্ছে না। কাজেই এসবের প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না ; যা জানতে চাচ্ছি, তাই বলুন।"

যমরাজ বুঝলেন যে ছেলেটি শক্ত ; তার আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রবল ও আন্তরিক, কোন ভেজাল নেই তাতে। আত্মতত্ত্ব ধারণা করার জন্য মনের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাও তার হয়ে রয়েছে। তাই খুশী হয়ে তাকে আত্মজ্ঞানের কথা শোনাতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যমরাজ যে সব আত্মতত্ত্ব বলেছিলেন, তা কঠোপনিষদ্ নামে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। কঠোপনিষদ্ যজুর্বেদের* অংশ। কঠোপনিষদের দু-চারটি কথা এখানে দেওয়া গেল।

শুদ্ধ-চেতনা বা আত্মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে বলেই আমরা চেতন জীব রূপে বেঁচে আছি। আত্মার চৈতন্যেই আমাদের দেহ মন প্রাণ প্রভৃতিকে চেতন বলে মনে হয়। এই শুদ্ধ-চেতনাই আমাদের স্বরূপ, আমাদের আসল 'আমি'।

কিন্তু যেমন সূর্য না থাকলে আমরা কিছুই দেখতে পাই না, অথচ যে ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা দেখি, সেই চোখের কোন দোষ সূর্যকে কখনো স্পর্শ করে না; তেমনি এই আত্মার চেতনায় প্রাণ মন প্রভৃতিকে চেতন বলে মনে হলেও দেহ প্রাণ বা মনের কোন দোষে কখনো সে চেতনার বিকৃতি ঘটে না।

মানুষের ইন্দ্রিয়, মন স্বভাবতঃ বহির্মুখী; বাইরের জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেই আমরা আনন্দ আহরণ করতে চাই। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে, মনকে বাইরের বিষয় থেকে টেনে এনে ভেতরের দিকে, নিজের স্বরূপের দিকে তাকানো শেখাতে হবে। যাঁরা অমৃতত্ব চান, তাঁরা তাই করে থাকেন। তাঁরা বাইরের বিষয় থেকে গুটিয়ে এনে সব মনটা আত্মচিন্তায় একাগ্র করেন। যাঁদের বিবেক আছে তাঁদের এরূপ করার শক্তি আসে।

---

* বেদ চারটি : ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি সব কিছু থেকে আলাদা। আমাদের শরীর যেন একটি রথ, আমরা সে রথে বসে আছি। ইন্দ্রিয়গুলি যেন রথের ঘোড়া, মন যেন তার লাগাম। আর এ রথের সারথি হচ্ছে বুদ্ধি। আমাদের বুদ্ধি যদি বিবেকবান হয়, কোনটা ভাল পথ কোনটা মন্দ পথ সে জ্ঞান যদি তার থাকে, আর লাগাম যদি ঠিক মত টানতে পারে—মন যদি তার বশে থাকে—তাহলে সে দুর্দান্ত ঘোড়াগুলিকে তাদের খুশি মত এদিক-ওদিক ছুটতে দেয় না; রথ ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে।

যমরাজ নচিকেতাকে এই ধরণের বহু কথা বলেছিলেন।

আন্তরিক চেষ্টা থাকলে সকলেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। একটা জন্মের চেষ্টায় পথের শেষে পৌঁছুতে না পারলেও, মানুষ এ পথে যতটুকু যায়, ততটুকু সে এগিয়েই থাকে; সেটুকু চেষ্টার ফল নষ্ট হয়ে যায় না। একজন্মে যতখানি উন্নতি সে করে, ততখানি উন্নত মন নিয়েই আবার জন্মায়। পরের জন্মে এগিয়ে চলে তার পর থেকে; প্রথম থেকে সুরু করতে হয় না আর। মৃত্যুকালে শরীরটাই নষ্ট হয়, মনের কিছু হয় না; তাই নতুন দেহে মনের গঠন আগের মতই থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলেছিলেন, "তোমার আমার এর আগে অনেক জন্ম হয়েছে। আমার সে সব জন্মের কথা মনে আছে, আর তুমি সব ভুলে গেছ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন্মের চেষ্টার ফল অন্যজন্মে থেকে যায় বলে, বর্তমানে আমাদের কতটা সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জ্ঞানলাভের পথে সোজা এগিয়ে যাবার জন্য লেগে পড়তে হয়। এ পথের যেখান থেকেই যাত্রা সুরু করা হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মনে কখনো হতাশার প্রশ্রয় দিতে নেই। এমন কোন গর্হিত কর্ম নেই, যা করলে মানুষ চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যায়। জীবনপথের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে, তা যত নীচুই হোক না কেন, মানুষ যখনই নিজের ভুল বুঝতে পারে, যখনই অশান্তি নিরানন্দ ও ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তার মনে সত্যলাভের ইচ্ছা জাগে, তখনই সেখান থেকেই সত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে যাত্রা সুরু করতে হয়। তাহলে একদিন না একদিন সে সত্যলাভ, অসীম আনন্দ ও অমৃতত্বলাভ করতে পারবেই।

যাঁরা জ্ঞানলাভ করে নিজের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের কাছে এ পথে কি ভাবে চলতে হবে তার বিবরণ জেনে নিতে হয়। তাঁদের জীবনের সংস্পর্শে এলে তাঁদের কথা শুনলে লোকের চৈতন্য হয়। তাঁদের কথা নিয়েই শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন তাঁরা। যতদিন শরীর থাকে, ততদিন তাঁরা শুধু বসন্তের মত লোকহিত সাধন করে বেড়ান। আমরা এখন এরূপ দু-চারজন ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষের জীবনের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানীরা সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন

আচার্য শঙ্কর ও চণ্ডাল ঃ অন্যান্য ঘটনা

মানুষের আত্মজ্ঞান যে সত্যই হয়, আত্মজ্ঞান হলে মানুষ যে নিজেকে, একই চেতন সত্তাকে সত্যসত্যই সর্বভূতে দেখে, নীচের ঘটনাগুলি তার উদাহরণ।

এক

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। গোটা ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন তিনি।

শঙ্কর একদিন কাশীতে গঙ্গাস্নানে গেছেন। স্নানশেষে ফিরে আসার সময় দেখলেন, একজন চণ্ডাল চারটে কুকুর সঙ্গে নিয়ে সে পথে আসছে। শঙ্কর একপাশে সরে দাঁড়ালেন, যাতে তাদের ছোঁয়া না লাগে; চণ্ডাল বা কুকুর ছুঁলে অপবিত্র হতে হবে, এই ভয়ে।

শঙ্করকে এভাবে সরে যেতে দেখে চণ্ডাল বলল, "ঠাকুর, তুমি তো বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করে বেড়াও। তোমার পক্ষে এই অস্পৃশ্যতা-বোধ, এই ভেদ-আচরণ সম্ভব হয় কি করে? আমার শরীর ছুঁলে অপবিত্র হবে বলে ভয় করছ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমাদের দুজনেরই শরীর কি একই পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত নয়? তোমার ভেতর যে আত্মা, আর আমার ভেতর যে আত্মা, তা এক নয় কি? দুজনের অন্তরেই, সব প্রাণীর অন্তরেই কি একই শুদ্ধ আত্মা বিরাজ করছেন না?"

চণ্ডালের কথায় শঙ্করের চমক ভাঙ্গল, মহান অদ্বৈতবোধে সচেতন হলেন তিনি। অনুভব করলেন, ভেদ তো শরীর মন প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ, আত্মা তো এসবের অতীত। তাঁর নিজেরই দার্শনিক তত্ত্বের অনুভূতির দরজা খুলে দিল বলে চণ্ডালকে তিনি নমস্কার করলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই তখনই জ্ঞান বিষয়ক 'মনীষা-পঞ্চক' স্তোত্র রচনা করে ফেললেন। এই স্তোত্রের প্রত্যেক স্তবকই শেষ হয়েছে এই কথা বলে—'সৃষ্টিকে যে অদ্বৈত-দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে, সে ব্রাহ্মণই হোক, আর চণ্ডালই হোক, সেই-ই আমার প্রকৃত গুরু।'

দুই

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এরকম হঠাৎ চমক ভাঙ্গার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাওয়ার পর তিনি তখন পরিব্রাজক-বেশে সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একদিন চলেছেন রাস্তা দিয়ে। দেখেন একজন লোক তামাক খাচ্ছে। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি; লোকটির কাছে গিয়ে একটু তামাক খাবার ইচ্ছা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটির কাছে গিয়ে মনের কথা জানালেন। লোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "তামাক খেতে দিতে তো আপত্তি নেই; কিন্তু আমি যে জাতিতে মেথর, আমার হুঁকো তো আপনাকে দিতে পারব না!"

বিবেকানন্দ একথা শুনে ফিরে চললেন।

কয়েক পা গিয়েই কিন্তু চমক ভাঙ্গল তাঁর; ভাবলেন "জ্ঞানীর কাছে আবার জাতিভেদের স্থান কোথায়? যে চৈতন্য মেথরের ভেতর, আমার ভেতরও তো সেই একই চৈতন্য। জাতিভেদ থাকে শরীরকে অবলম্বন করে, কোন্ বংশে শরীরটা জন্মেছে তার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আত্মা তো দেহ থেকে আলাদা। আমিও যে আত্মা, মেথরটিও সেই আত্মা।"

ফিরে এলেন তিনি। মেথরটির পাশে বসলেন; কোন আপত্তি গ্রাহ্য না করে হুঁকোটি একরকম জোর করে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তামাক খেলেন। ঐটুকু সময়ের আলাপেই দুজনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা জমে উঠল।

তিন

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর জীবনেও একই পর্যায়ের ঘটনার উল্লেখ আছে।

রামকৃষ্ণদেব তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব ও তিনি দক্ষিণেশ্বরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চবটীতলে বসে আছেন। সামনে গঙ্গা বয়ে চলেছে। পুরীজী ধুনি জ্বেলে বসেছেন। ধুনির দুপাশে দুজন বসে আছেন, বেদান্তের আলোচনা চলছে।

এমন সময় সেখানে একজন লোক এল। তামাক খাবার জন্য ধুনি থেকে একটা কাঠ টেনে আগুন নিতে গেল।

সন্ন্যাসীরা ধুনির আগুনকে খুব পবিত্র জ্ঞান করেন। কাজেই লোকটিকে ধুনি ছুঁয়ে এভাবে আগুন নিতে দেখে পুরীজী খুব রেগে উঠলেন। চিমটে তুলে নিয়ে তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন।

দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হেসে ফেললেন। হাসি আর থামে না। তা দেখে চমকে উঠে তোতাপুরী জিজ্ঞাসা করলেন, "হাসছ যে!" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান! তুমি না বল, সবই আত্মা? তবে স্পর্শদোষের প্রশ্ন ওঠে কি করে?"

পুরীজীর হাত নেমে এল। চমক ভাঙ্গল তাঁর। ভাবলেন, "তাইতো, সর্বভূতে সেই ব্রহ্ম ছাড়া আর তো কিছুই নেই। রাগের বশে ভেদবুদ্ধি এসেছিল, আর কি করতে যাচ্ছিলাম"। বললেন, "জীবনে আর কখনো রাগ করব না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি

স্বামী বিবেকানন্দ তখনো সন্ন্যাসী হন নি, কলেজে পড়েন। নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা এটর্ণী, অনেক টাকা রোজগার করেন। কলিকাতায় বাড়ী আছে, সেখানেই থাকেন।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথের ধর্মে খুব অনুরাগ। রাত জেগে ধ্যান করেন। খুব তেজস্বী, খুব মেধাবী। লোকে তাঁর সম্বন্ধে কি বলল না বলল, গ্রাহ্যও করেন না। একাগ্র মন নিয়ে নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করে যান। দুনিয়ার পিছনে চরম সত্য কি রয়েছে, তা জানতে তখন থেকেই তিনি বদ্ধ-পরিকর। কলেজের পড়া তো আছেই, তারই ভেতর এদেশের পাশ্চাত্য-দর্শন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক বই অনেক পড়ে ফেলেছেন। খুব বিচার-পরায়ণ ও যুক্তি-প্রবণ। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করেন। কিন্তু ধর্মের কথা কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নেন না। নিজে উপলব্ধি করে দেখে-শুনে, ভেবে-চিন্তে, দরকার হলে নিজে উপলব্ধি করে তবে তা গ্রহণ করেন। এদিকে সত্যবাদী ও ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ।

এমন তেজস্বী ছেলেকে কোন কথা মানানো বড় কঠিন ব্যাপার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ ধর্মনেতাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি ভগবানকে দেখেছেন?" কিন্তু 'হাঁ দেখেছি' এ সোজা উত্তর তখনো পাননি কারো কাছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন কলেজের অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেব কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হয় বলে ছেলেদের কাছে প্রকাশ করেন। নরেন্দ্রনাথ কথাটা শুনলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কলকাতায় একদিন সাক্ষাৎও হল। তারপর একদিন গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সেখানেই থাকতেন। আলাপ একটু জমতেই প্রশ্ন করলেন, "মশায়, ভগবানকে দেখেছেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন, "হাঁ দেখেছি। তোকে যেভাবে দেখছি, তার চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে দেখেছি। আর তুই যদি চাস, তোকেও দেখাতে পারি।"

এর চেয়ে সোজা স্পষ্ট উত্তর আর কি হতে পারে ? উত্তরটা নরেন্দ্রনাথের ঠিক মনের মত হল। যাওয়া-আসা চলতে লাগল।

বহুভাবে বারে বারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাচাই করে দেখে নরেন্দ্রনাথ নিঃসংশয় হলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন সত্যদ্রষ্টা, বিশ্বের চরম সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন ; যা বলেন, নিজের অনুভব-করা কথাই বলেন, শোনা বা বই-পড়া কথা নয়। নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, এখানেই সত্যলাভ করা যাবে।

একদিন কথায়-কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন যে একমাত্র শুদ্ধ-চেতনাই সত্যবস্তু। সেই চেতনাই জগতের সবকিছু হয়ে রয়েছে। এই চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলা হয়। জগতে তিনি ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে অনেক লোক বসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথও তাঁদের ভেতর একজন। সব শুনলেন তিনি। কিন্তু তিনি তখনো অদ্বৈত-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অন্যরূপ ছিল। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেও তিনি নিজের বিশ্বাস পাল্টালেন না। হলোই বা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা; কোন কিছু শোনা মাত্র নিজের ধারণা পাল্টাবার ছেলেই নন তিনি। তাই ঘর থেকে উঠে বারান্দায় আর একজনের কাছে গিয়ে বসলেন, আর তার সঙ্গে একথা নিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টাও করতে লাগলেন—"বলে কি হে! ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর, সবই ঈশ্বর!"

হাসির রোল উঠল।

ঘর থেকে থেকে শুনতে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেখানে উঠে এলেন। নরেন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, "কি বলছিলিরে তোরা?"

এই-ই যথেষ্ট হল। নরেন্দ্রনাথের হাসি থেমে গেল।

পরজীবনে নরেন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সেই ছুঁয়ে দেবার পর থেকে স্তম্ভিত হয়ে সত্যই দেখতে লাগলাম যে ঈশ্বর ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই···বাড়ীতে ফিরলাম, সেখানেও তাই; যা কিছু দেখতে লাগলাম, সবই তিনি, এরূপ বোধ হল। খেতে বসে দেখি, থালা, ভাত, পরিবেশক, আমি —সবই তিনি।···রাস্তায় যাচ্ছি, গাড়ী আসছে দেখেও চাপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ার ভয়ে সরে যেতে ইচ্ছে হত না। মনে হত গাড়ীও যা, আমিও তাই।···যখন এ ভাবটা একটু কমতো, জগৎটাকে স্বপ্নের মত মনে হতো।···এ ভাবটা কেটে যাবার পর বুঝলাম, এটা অদ্বৈত-বিজ্ঞানের আভাস!"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতি

এক

ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবার যত রকম প্রধান পথ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার সবগুলি দিয়েই চলে জগতের চরম সত্যে পৌঁছেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, সব পথগুলিই পরিশেষে একই জায়গায়, বেদান্তোক্ত অদ্বিতীয় সত্যে পৌঁছে দেয়। নিজ অনুভূতির দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, "তিনি সাকার-ও, নিরাকার-ও, এবং আরও কত কি।" "যত মত, তত পথ।" "একই জলকে কেউ ওয়াটার বলছে, কেউ পানি বলছে, কেউ এ্যাকোয়া বলছে, কেউ আবার জল বলছে। কেউ মশকে জল রেখেছে, কেউ কলসীতে, কেউ বা অন্য কোন পাত্রে। ভেদ শুধু নামে ও রূপে। বস্তু সেই এক জল।" "কেউ তাঁকে গড্ বলছে; কেউ আল্লা বলছে, কেউ আবার রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বা ব্রহ্ম বলছে। বস্তু সেই এক।" "সমুদ্রের জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানিকটা জমে বরফ হয়ে গেছে। বরফের আকার আছে, জলের নেই। কিন্তু বস্তু হিসাবে বরফ আর জল কিছু আলাদা নয়, একই। তেমনি সাকার আর নিরাকার।" একই সত্য, ভক্তিভাব নিয়ে দেখলে সাকার ঈশ্বর, আবার অদ্বৈত-তত্ত্বে পৌঁছুলে তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ঘটনাটি আমরা এখানে বলব, সেটি ঘটেছিল কাশীপুরে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলায় তখন ক্যান্সার হয়েছে। অসুখের চিকিৎসার ও সেবার সুবিধার জন্য ভক্তরা তখন তাঁকে কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ীতে এনে রেখেছেন।

অসুখ ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এবার দেহরক্ষার আয়োজন করছেন, এ অসুখ সারবে না। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে থাকবেন কেমন করে? কিছুই কি করা যায় না?

এমন সময় একদিন একজন পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি শরীরের ওপর একটুখানি মন দিলেই তো অসুখ সেরে যাবে। যোগীরা ইচ্ছে করলেই নিজ দেহের অসুখ সারিয়ে ফেলতে পারেন।"

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু যে মন একবার ভগবানের পায়ে দিয়ে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে এই হাড়-মাসের খাঁচাটার ওপর দেব কি করে? শরীরটাকে চিরদিনই তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন ফল হল না পণ্ডিতের অনুরোধে।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেখানে। সব শুনলেন। শুনে একটা উপায় মাথায় এল তাঁর। মা-কালী তো শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথাই শোনেন। নরেন্দ্রনাথ নিজেই তার প্রমাণ পেয়েছেন। মাকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গেলেন। বললেন, "মশায়, মা-কালীকে বলে আপনার গলার অসুখটা সারিয়ে ফেলুন। আপনি মাকে একবার বললেই মা সারিয়ে দেবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "তাতো ঠিক কথা রে! কিন্তু মাকে বলতে যে মুখে আটকে যায়। অসুখ সারাবার কথা মাকে তো কখন বলিনি। এ তুচ্ছ শরীরটার কথা মাকে বলি কি করে?"

নরেন্দ্রনাথ তবু ছাড়লেন না। বললেন, "ও সব জানি না, মশায়। নিজের জন্যে নাই বা বললেন; আমাদের মুখ চেয়ে অন্ততঃ মাকে একবার বলতেই হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে কত ভালবাসতেন। তাঁর স্নেহের আবদার তাই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। জানেন তো, তাঁর শরীর গেলে কি অসহ্য কষ্ট হবে এই সব ছোকরাদের! তাই বললেন, "আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব; যদি পারি তো বলব।"

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ আবার ঘরে ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "মাকে বলেছিলেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "হাঁ বলেছিলাম। বললাম, 'মা গলার এ অসুখটার জন্যে কিছু খেতে পারি না। যাতে চাট্টি খেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দে।' শুনে মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'কেন, এই তো এত মুখে খাচ্ছিস !' শুনে লজ্জায় মরে গেলাম। ভাবলাম, তোর কথা শুনে কেন মাকে একথা বলতে গেলাম !"

ভেবে দেখলে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ কত স্পষ্টভাবে নিজেকে সকলের ভেতর প্রত্যক্ষ করতেন। সকলের ভেতরে থেকে তিনিই তো সকলের মুখ দিয়ে খাচ্ছেন ! আর, এ অনুভূতি থেকে একটুখানি সময়ের জন্য সরে এসে, নিজেকে আলাদা ভেবে 'খেতে পারছি না' বলার জন্য কত লজ্জিতই না হলেন তিনি ! যেন একটা মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন !

দুই

আর একটা ঘটনা দক্ষিণেশ্বরের। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। সামনে ঘাসে ঢাকা মাঠ। কচি কচি দুর্বাঘাস যেন সবুজ একখানি কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে সেখানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ দেখলেন একজন লোক সেই ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। দেখেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। দুর্বাঘাসের ভেতর যে চেতনা রয়েছে, তখন তার সঙ্গে নিজেকে এক বলে অনুভব করছেন। এ প্রসঙ্গে পরে বলেছিলেন, "মনে হল, লোকটি যেন আমারই বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল।"

তিন

দক্ষিণেশ্বরের আরও একটি ঘটনা। একদিন তীরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গা-দর্শন করছেন। কুল কুল করে স্রোত বয়ে চলেছে। কত নৌকা ভেসে চলেছে নদীর বুকের ওপর দিয়ে!

হঠাৎ একটি নৌকায় দুজন মাঝির মধ্যে বচসা সুরু হল। ঝগড়া পর্দায় পর্দায় বেড়ে চলল। তারপর একসময় নিজেকে সামলাতে না পেরে একজন মাঝি অন্যের পিঠের ওপর জোরে এক চড় বসিয়ে দিল। পাঁচটি আঙ্গুলের রেখার দাগে পিঠ ফুলে উঠল মাঝিটির।

তীরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন। আর্তনাদ শুনে ছুটে এলেন হৃদয়। হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে; দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেন। কাছে এসে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যথায় কাঁদছেন, আর তাঁর পিঠে কালসিটে পড়ে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় খুব রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে মেরেছে, মামা? শুনি একবার তার নামটা?" দেখে নিচ্ছি তাকে, এই ভাব!

যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনলেন যে তাঁর শরীরে কেউ আঘাত করেনি, গঙ্গার বুকের ওপর মাঝির পিঠের আঘাত এসে আহত করেছে তাঁর মনকে এবং শরীরকেও, হৃদয় তখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অপরের সঙ্গে একাত্মবোধের এত বড় অকাট্য প্রমাণ কোথায় আর পেয়েছেন তিনি!

এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলা একটি গল্প শুনিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব।

কে মেরেছে?

ছোট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কুটিরে বাস করে পল্লীবাসীরা। মাঠে প্রচুর ধান হয়, তরি-তরকারী হয়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য শস্যও হয়। গ্রামের পুকুরের পাড়ে আমবাগান, নারিকেলবাগান; কুল পেয়ারা প্রভৃতি গাছেরও অভাব নেই। অল্পে তুষ্ট থাকতে শিখেছে বলে এসব দিয়ে গ্রামবাসীরা ভালভাবেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। পাখীর গানের সঙ্গে, সকাল-সন্ধ্যায় শীতল হাওয়ার সঙ্গে আনন্দের লহরী মিলিয়ে তাদের জীবন স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে যায় নির্মল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলভরা ছোট নদীর মত নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে। গ্রামে একটি মঠবাড়ীও আছে। কয়েকজন সাধু থাকেন সেখানে। পল্লীবাসীরা সহজ, সরল ; তারা ভগবানে অবিশ্বাস করতে শেখেনি। তাই অবসর মত মঠে এসে এইসব সরল আনন্দময় সাধুদের সঙ্গ প্রাণভরে উপভোগ করে। কত গল্প, কত আলোচনা, কত ভাবের আদান-প্রদান চলে সেখানে।

হঠাৎ এই আনন্দের হাটে একদিন বিষাদ নেমে এল। একটি অঘটন ঘটল। এই মঠের একজন সাধু পাশের গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার জমিদারবাবু একজন চোরকে ধরে তখন খুব প্রহার করছিলেন। প্রহার খুব বেশী হয়ে যাচ্ছিল। চোরের অসহ্য যন্ত্রণা দেখে সাধুটি জমিদারকে থামাতে গেলেন।

ফল হল উল্টো। জমিদারবাবু এতে চটে গিয়ে সাধুকেই বসিয়ে দিলেন বেশ কয়েক ঘা। সাধুটি সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন। তখন সেখানে তাঁকে সেভাবে ফেলে রেখে জমিদারবাবু সরে পড়লেন।

যে গ্রামে মঠ ছিল, সে গ্রামের একজন বাসিন্দা অন্য কাজে সে দিক দিয়ে যাবার সময় দেখে, তাদের মঠের একজন সাধু অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। কি হয়েছিল, কিছুই সে জানে না। সাধুটির অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে মঠে খবর দিল, "তোমাদের একজন সাধু ও-গ্রামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালদিঘির পাশে বটগাছের কাছে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। জ্ঞান নেই।"

কি হয়েছিল? অচৈতন্য হল কেন? লোকটি বলল, "তা জানি না। তবে মনে হয় কেউ খুব মেরেছে। পিঠে, হাতে, গায়ে সব জায়গায় দাগ দেখলাম, আঘাতের চিহ্ন।"

হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটে গেল সেখানে। সাধুটিকে তুলে নিয়ে এল। অনেকক্ষণ সেবার পর সাধুটির জ্ঞান ফিরল। তখন আর একজন সাধু একটু দুধ গরম করে এনে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন।

দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে কে মেরেছে?" এহেন নিরীহ-প্রকৃতির একজন সজ্জনকে এভাবে প্রহার করেছে দেখে গ্রামবাসীরা খুব রেগে গিয়েছিল। একবার টের পেলে হয়, কে মেরেছে। তারপর উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে তাকে। তাই সবাই উৎসুক হয়ে সাধুটির মুখের পানে চেয়ে রইল—কে মেরেছে তা জানবার জন্য।

সাধুটি হাসতে হাসতে নির্বিকারচিত্তে বললেন, "যে এখন আমায় দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই মেরেছে।"

আত্মজ্ঞান হয়েছিল সাধুটির। তাই সকলের ভেতর একই আত্মাকে দেখছেন। ভেদ-দৃষ্টি চলে গেছে তাঁর।

এরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষরাই অপরের মনের অজ্ঞান কাটিয়ে দিতে পারেন। তাঁদের কথায় ও সংস্পর্শে লোকের চৈতন্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানীদের জীবনের সংস্পর্শে ও কথায় লোকের চৈতন্য হয়

মদালসা

জ্ঞানীদের মুখের কথায় খুব জোর থাকে। তাঁরা নিজে যা দেখেন, উপলব্ধি করেন, তাই বলেন ; শুধু অনুমান করে বা বই পড়ে কিছু বলেন না। তাই সে কথার এত শক্তি। সে কথা সোজা গিয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, সেখানে দাগ কেটে যায়।

মদালসা নামে এক সুরূপা রাজকন্যাকে পাতালকেতু নামক এক দানব তাঁর বাড়ী থেকে চুরি করে পাতালে নিয়ে যায়। রাজকুমার ঋতধ্বজ পাতালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে, মদালসাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। রাজ্যে ফিরে মদালসাকে বিবাহ করেন তিনি।

বিবাহের কিছুদিন পরে ঋতধ্বজের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ বাধে। সে যুদ্ধ অনেকদিন ধরে চলেছিল।

যুদ্ধের সময় অনেক রকম গুজব রটে। তার কোনটা সত্য হয়, কোনটা মিথ্যা। দানবরা চক্রান্ত করে এমনি একটা মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিল। তারা বলে বেড়াতে লাগল যে, ঋতধ্বজ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রানী মদালসা খুব উদ্বেগ নিয়ে রাজপুরীতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ খবর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছুল। স্বামীর শোকে তিনি অতিমাত্রায় উতলা হয়ে উঠলেন। শেষে সে শোক সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন।

এদিকে কিছুদিন পরে দানবদের যুদ্ধে হারিয়ে ঋতধ্বজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। মদালসাকে এ আনন্দ-সংবাদ শোনাবার জন্য কত না আশা নিয়ে আসছিলেন তিনি ; রাজ্যে ফিরে মদালসার এভাবে প্রাণত্যাগের কথা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। মদালসার কথা ভেবে তাঁর হৃদয় শোকাকুল হল। যুদ্ধজয়ের আনন্দোল্লাসের পরিবর্তে রাজধানীতে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। পত্নীর শোকে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে তিনি প্রায় পাগল হয়ে গেলেন।

প্রতিবেশী নাগরাজ ছিলেন ঋতধ্বজের বন্ধু। রাজার অবস্থা দেখে চিন্তিত হলেন তিনি। বন্ধুর দুঃখ দূর করার আশায় নাগরাজ হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় রত হলেন। তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করতে পারলে হয়ত একটা ব্যবস্থা হতে পারে, এই আশায়।

ব্যবস্থা হয়ে গেল। শিব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন, তাঁর কামনা পূর্ণ করলেন। শিবের বরে পূর্বের রূপ ও যৌবন নিয়ে ফিরে এলেন মদালসা। নাগরাজ তাঁকে নিয়ে রাজ্যে ফিরলেন। তারপর একদিন তাঁকে ঋতধ্বজের হাতে সমর্পণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতব্যক্তিকে এভাবে ফিরে পাবার কথা কল্পনার অতীত। তাই ঋতধ্বজের আনন্দ আর ধরে না। মদালসাকে নিয়ে রাজ্যে মহানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। কিছুদিন পরে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মাল।

মৃত্যুর পর এভাবে ফিরে আসায় শিবের কৃপায় মদালসার মনের অজ্ঞান চলে গিয়েছিল। জীবনের সার কথা, চরম সত্য, তিনি জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু কাউকে তা বলতেন না। যেমন আর পাঁচজনে থাকে, তেমনি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

জ্ঞানের কথা শোনাতেন শুধু তাঁর প্রথম পুত্র বিক্রান্তকে। দোলনায় ছেলেকে রেখে দোল দিতে দিতে গান গেয়ে শোনাতেন, "বাবা, তুমি আনন্দময়। তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। ভয়, শোক, এসবের অতীত তুমি। শরীরের ভেতর তুমি আছ, কিন্তু তুমি শরীর নও। তোমার শরীরটা একদিন যেমন জন্মেছে, তেমনি একদিন নষ্টও হয়ে যাবে। জামা-কাপড় বেশীদিন ব্যবহার করার পর ছিঁড়ে গেলে লোকে যেমন তা ফেলে দেয়, দেহত্যাগও ঠিক সেই রকম। শরীর নষ্ট হলে তাতে তোমার কিছুই হবে না। তুমি আত্মা, তুমি আনন্দময়।"

জ্ঞানী মায়ের মুখে ছেলেবেলা থেকেই এসব কথা শুনতে শুনতে বিক্রান্তের চৈতন্য হল। বড় হয়ে সে আর রাজ্যভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করল না; নিজের স্বরূপ-চিন্তায় সব সময় কাটাবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেল।

পরপর আরো দুটি ছেলের বেলাও একই কাণ্ড হল। দেখে রাজা ঋতধ্বজ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সব ছেলেগুলি

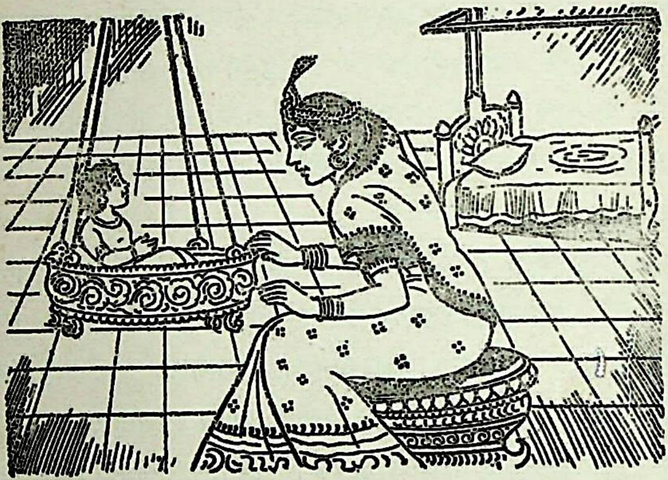

ছেলেকে দোল দিতে দিতে মদালসা শোনাতেন, "বাছা, তুমি আনন্দময়।"

যদি এভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তো পরে রাজ্য চালাবে কে? অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন তিনি মদালসাকে বললেন, "এর পর তোমার যে ছেলে হবে, তাকে সংসার-ধর্ম শিখিয়ে দিও। সংসারে থেকে যেভাবে জ্ঞানলাভ করতে হয়, তাই তাকে শেখাবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর কথা মত চতুর্থ পুত্র অলর্কের বেলা মদালসা তাই করলেন। মাতার শিক্ষাগুণে বড় হয়ে অলর্ক খুব ধার্মিক হয়ে উঠেছিল। রাজকার্যও পরিচালনা করত খুব দক্ষতার সঙ্গে। বহু বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল সে।

মদালসা নিজে জ্ঞানী ছিলেন বলেই ছেলেগুলিকে সহজে সেই জ্ঞানের অধিকারী করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর কথায় ছেলেদের চৈতন্য হয়েছিল। মাতাপিতা যদি জীবনে উচ্চ আদর্শ রূপায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁদের কথায় ছেলেরা সহজে মানুষ হয়। ফাঁকা কথায় খুব বেশী কাজ হয় না।

সিংহের গল্প

পাহাড়ের কোলে সমতল-ভূমিতে একজন মেষপালক বাস করত।

দিনের বেলা তার ভেড়াগুলি মাঠে চরে বেড়াত। সন্ধ্যাবেলা তাদের ফিরিয়ে আনা হত পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা ঘরটিতে। মাঠে পাহারাও দিতে হত। কারণ বাঘ-সিংহের উপদ্রব ছিল যথেষ্ট।

একদিন দুপুরবেলা ভেড়াগুলি চরে বেড়াচ্ছে। মাঠের ওপাশে একটা ছোট নদী। তার ওপাশে বনে ঢাকা আর একটা পাহাড়। সেই বন থেকে একটি সিংহী বেরিয়ে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীর ওপারে দাঁড়াল। দেখেই ভেড়ার পাল প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। মেষপালকের বুকও উঠল কেঁপে। সিংহীটি তৎক্ষণে লাফ দিয়ে নদী পার হয়ে এপারে এসেছে। এখনই বিপর্যয় ঘটবে একটা। কিন্তু কিছুই হল না। সিংহীটি ছিল পূর্ণগর্ভা। এপারে লাফিয়ে পড়েই একটি বাচ্চা প্রসব করে সে মরে গেল। এ অবস্থায় লাফ-দেওয়ার পরিশ্রম সইতে পারল না।

সিংহীর বাচ্চাটি ভেড়ার দলেই রয়ে গেল। জন্ম থেকেই ভেড়ার দলে থাকার জন্য ভেড়ার মতই সে ঘাস খেতে শিখল, ভেড়ার মত ভ্যা-ভ্যা করে ডাকতে শিখল। কিছুদিন এভাবে কাটার পর একদিন আর একটি সিংহ এসে ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিংহটি অতর্কিতে এসেছিল। ভেড়াগুলি ভয়ে ছুটতে লাগল। সিংহের বাচ্চাটিও তাদের সঙ্গে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলল। কিন্তু দৌড়ে সিংহের কাছ থেকে আর পালাবে কোথায়? আর এক লাফ দিয়েই সিংহটি একেবারে কাছ এসে পড়েছে। সিংহ-শিশুর ব্যবহার দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। কি আশ্চর্য! সিংহের বাচ্চা হয়ে ভেড়ার মত ঘাস খাচ্ছে, ভ্যা-ভ্যা করছে, আর তাকে দেখে ভয়ে কাঁপছে! ভেড়া-শিকার করা আর হল না; বাচ্চাটিকে ধরে নিয়ে সিংহটি নদীর ওপারে চলে গেল।

সিংহটি বুঝতে পারল, ভেড়ার সঙ্গে থাকার ফলেই বাচ্চাটির এ দুর্দশা হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে সে সিংহ-শিশু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার এ ভুল ভাঙ্গাতে হবে। সিংহটি বলল, "তুই আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছিস কেন? তুইও যা, আমিও তাই। নিজেকে ভেড়া বলে ভাবছিস কেন? তুই তো সিংহ! ভেড়ার মত ভ্যা-ভ্যা করিস নি, আমার মত গর্জন কর।"

তবু কিছু হল না। সিংহটি কত করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সব বিফল হল। বাচ্চাটির মনে নিজের সম্বন্ধে ভুল ধারণা বদ্ধমূল রইল। সিংহটি কিন্তু ছাড়ল না।

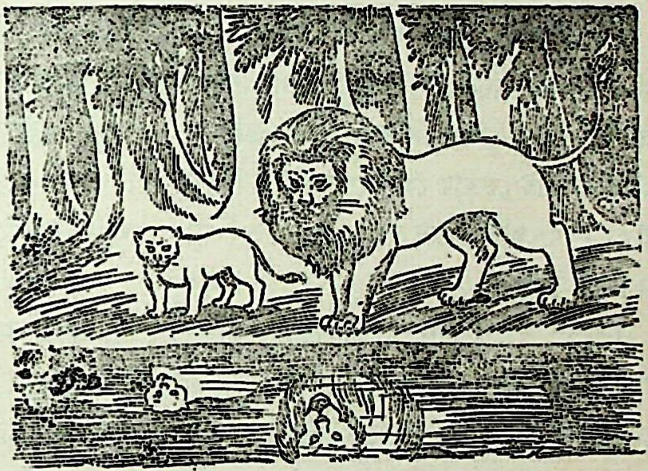

সিংহ বলল, 'ওই দ্যাখ, আমি ও যা, তুই-ও তাই!'

সে তখন তাকে টানতে টানতে নদীর ধারে একেবারে জলের কিনারায় নিয়ে গেল। নদীর নির্মল জলে দুজনেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্ব পড়েছে; সিংহ ও সিংহ-শিশু, পাশাপাশি। সেই প্রতিবিম্ব দেখিয়ে সিংহ বলল, "ওই ছাখ, তুই-ও যা আমিও তাই! আমার মুখ হাঁড়ির মত, তোরও তাই। ভেড়ার মত চেহারা নয় তোর।"

এতে ফল হল। বাচ্চাটি বুঝল—"তাই তো, সত্যি কথাই তো!" সিংহটি তখন খানিকটা মাংস এনে তার মুখে পুরে দিল, নিজেও খানিকটা খেয়ে ফেলল। সিংহ-শিশু মাংসের আস্বাদ পেয়েছে, তখন আর তাকে পায় কে!

তখন তার ভুল ভেঙ্গে গেছে, নিজেকে সিংহ বলে ঠিক ঠিক চিনেছে সে: আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে তার মনে। বাচ্চাটি হুঙ্কার দিয়ে গর্জন করে উঠল; এতদিন যেখানে কাটিয়েছে সেই ভেড়ার গোয়ালের দিকে ফিরেও আর চাইল না, সিংহের দেখাদেখি তারই মত লাফ দিতে দিতে নিজস্ব আবাসে, বনে ফিরে গেল।

নিজের স্বরূপ যাঁরা জেনেছেন, সব ভুল বোঝার জাল ছিঁড়ে সিংহ-বিক্রমে মুক্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই অপরের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারেন; অপরকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন তাঁরা, স্বরূপ দেখিয়ে দিতে পারেন। তাঁদের সংস্পর্শে এলে লোকের চৈতন্য হয়।

যে অজ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে ঢেকে রাখে, তার শাস্ত্রীয় নাম মায়া। পরের গল্পগুলিতে মায়ার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া ঃ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান

আচার্য শঙ্কর ও মায়া

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আটবছর বয়সেই সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধি আছে, এর পর তিন বছরের সাধনায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

জগতে শুদ্ধ চেতনাই একমাত্র সত্যবস্তু। একটা শক্তি-প্রভাবে সেই শুদ্ধ চেতনাকেই আমরা নানাভাবে দেখছি, জগৎ বলে মনে করছি। যেমন স্বপ্ন দেখি আমরা। স্বপ্ন ভাঙ্গলেই বুঝি, যা দেখছিলাম, তা সত্য নয়। যে শক্তি-প্রভাবে সেটা দেখছিলাম, সে শক্তি বা তার প্রভাবও দেখা যায় না তখন। কাজেই জাগ্রৎকালে সে শক্তিকেও মিথ্যা বলে মনে হয়।

আচার্য শঙ্কর এইভাবেই বেদান্তের কথা প্রচার করেছেন। ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। জ্ঞানলাভের আগে মায়াশক্তির প্রভাবে আমরা ভ্রমে তাঁকে জগৎ বলে মনে করি। যখন ভুল ভেঙ্গে যায়, তখন দেখি জগৎও নেই; মায়াও নেই; একমাত্র ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চেতনা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই কোন প্রয়োজন নেই মায়ার সর্বকালীন সত্যতা স্বীকার করবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব আচার্য শঙ্করের মত এ সত্য উপলব্ধি করলেও মায়া-শক্তিকে এ দৃষ্টিতে দেখতেন না। তিনি বলতেন ব্রহ্মও সত্য, তাঁর শক্তিও সত্য। বলতেন যে, এক অবস্থায় ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি মিশে এক হয়ে থাকেন, শক্তির প্রকাশ থাকে না; অন্য অবস্থায় শক্তির প্রকাশ থাকে। বলতেন, সাপ চুপ করে শুয়ে থাকলেও সাপ, চলে বেড়ালেও সাপ। সাপ যখন চুপ করে পড়ে থাকে, তখন তার ভেতর চলার শক্তি নেই, একথা বলা চলে না। বলতেন, ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, মণি ও তার জ্যোতি অভেদ। মণির কথা ভাবলেই তার জ্যোতির কথা মনে পড়ে; জ্যোতি ছাড়া মণিকে ভাবা যায় না। আবার মণি ছাড়া তার জ্যোতিকেও ভাবা যায় না। বলতেন, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি; বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই কালী বলেছে, আবার পুরাণে তাঁকেই কৃষ্ণ বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্বে জগৎকে মিথ্যা জেনে চলতে হলেও জ্ঞানলাভের পর ফিরে চাইলে জগৎকেও সত্য বলে মনে হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় যেভাবে জগৎকে দেখি আমরা, তখন আর তা সেরূপ দেখায় না, সবই চৈতন্যময় দেখা যায়। বলতেন যে, ছাদে ওঠার সময় "এটা ছাদ নয়" বলে একটার পর একটা সিঁড়ি পেছনে ফেলে, ছেড়ে দিয়ে দিয়ে উঠতে হয়। ছাদে ওঠার পর দেখা যায়, যে জিনিষ দিয়ে ছাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈরী, সেই চূণ-সুরকি দিয়েই সিঁড়িও তৈরী। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্রথমে ব্রহ্ম এটা নয়, ওটা নয়, জীব নয়, জগৎ নয় ভেবে এগিয়ে যেতে হয়। জ্ঞান হবার পর দেখা যায় তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

এই বোধের ওপর দাঁড়িয়েই জগতের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের প্রাণ কেঁদে ওঠে ; সকলকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন তাঁরা। এই বোধের ওপর দাঁড়িয়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে কুঠির ছাদের ওপর উঠে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন, "ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে !" এই অনুভূতির ওপর দাঁড়িয়েই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, একজন মানুষের মুক্তির জন্য তিনি লাখবার নরকে যেতে প্রস্তুত আছেন। প্রবাদ আছে, এই অনুভূতিলাভের পর আচার্য শঙ্কর লোকের জ্ঞানলাভের জন্য বেদান্তের ভাষ্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

শঙ্করাচার্যের তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। জগৎকে স্বপ্নের মত অবাস্তব দেখেন তখন। শক্তিকে সত্য বলে মানেন না, স্বপ্নের বস্তুর সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলেন। এই সময় একদিন তিনি কাশীতে গঙ্গাস্নান করে উঠে আসছেন, দেখেন ঘাটের সিঁড়ির ওপর একজন রমণী বসে আছে, সামনে রাস্তা জুড়ে তার স্বামীর মৃতদেহ শোয়ানো। দেখে রমণীকে বললেন, "রাস্তা থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণী বলল, "বাবা, ওকেই একটু সরে যেতে বল না ?"

রমণীর পাগলামি দেখে শঙ্কর বললেন, "মা, ওর ভেতর সরে যাবার শক্তি কোথায় ?"

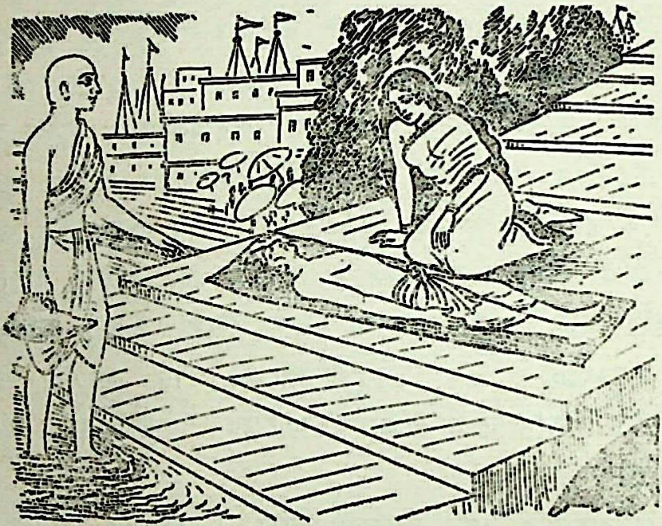

শঙ্করাচার্য রমণীকে মৃতদেহ সরিয়ে নিতে বললেন।

রমণী বলল, "কেন বাবা, শক্তি ছাড়া একটুখানিও সরা যায় না ?"

শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি অসম্ভব কথা বলছ! কেউ সরিয়ে না দিলে ও সরবে কি করে ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণী বলল, "অসম্ভব কেন বাবা! আদি-অন্ত-হীন এই প্রকৃতি যদি চেতনা-শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও নড়তে চড়তে পারে, এই শবটা একটু সরতে পারবে না কেন তা হলে?"

শঙ্কর চমকে গেলেন। আর তখনই দেখলেন যে নির্বিকল্প সমাধিতে যাঁকে, যে শুদ্ধ-চেতনাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই হয়ে রয়েছেন এই বিশ্বচরাচর, তিনিই শক্তি; তিনিই চিন্ময়ী জগজ্জননী, জগতের নিয়ন্ত্রী।

শব ও রমণী অদৃশ্য হলেন। মা অন্নপূর্ণা শঙ্করের ভেতর এই অনুভূতি আনবার জন্যই রমণী হয়ে এসেছিলেন; আর শিব এসেছিলেন শব হয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গুরু তোতাপুরীর জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আগে শক্তি মানতেন না তিনি। তাঁর কাছে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন হাততালি দিয়ে 'মা, মা' বলে নাম করতেন, তোতাপুরী কটাক্ষ করে বলতেন, "রুটি ঠুকছো কেন?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকার পর প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে তাঁর এ ধারণা পাল্টে যায়।

মায়ার প্রভাব কেটে গেলেই কিভাবে তখনই আমাদের সত্যজ্ঞান আসে, বা সত্যজ্ঞান উদ্ভাসিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে মায়ার প্রভাব চলে যায়, তা বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি গল্প দেওয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বাললেই এতদিনের জমাট অন্ধকার একসঙ্গে পালিয়ে যায়, একটু একটু করে যায় না।

দড়ি দেখে সাপ ভাবা

রাত্রি নটা বেজেছে। সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছে হীরেন। একা একা চলেছে। সিনেমার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছে। সিনেমায় দেখা বিষয়ের চিন্তায় সারা মন ভরে আছে। ওঃ, বাঘটা হরিণটার ওপর কেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল! হরিণটা ঘাস খাচ্ছিল। পাশের বন থেকে বাঘটা হঠাৎ এসে যখন 'হালুম' করে দাঁড়াল, চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল হীরেন। সে তো জানে, আলো আর আলোর প্রকাশের বাধা জনিত ছায়ার খেলা ছাড়া সিনেমার ছবি আর কিছুই নয়। তবু বাঘটা আসার সময় সেকথা তার মনেই পড়েনি। আর তার ফলে সে মুহূর্তে সত্যিই তার ভয় হয়েছিল। আশ্চর্য!

চলতে চলতে হঠাৎ লাফিয়ে হীরেন দু-পা পিছিয়ে এল। বুকটা আবার কেঁপে উঠল। রাস্তার ওপর একটা সাপ শুয়ে আছে। প্রায় পা দিয়েছিল তার ঘাড়ে; বরাত জোর, তাই হঠাৎ দেখতে পেয়ে দু-পা পিছিয়ে এসেছে। নইলে কামড়াত নির্ঘাত। আর কামড়ালে কি যে হত! হীরেন আরো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানিকটা দূরে সরে গেল। দূর থেকে সাপটাকে দেখতে লাগল। হ্যাঁ বিষাক্ত সাপই বটে। রংটা তো সেই রকমই কালো। সাপুড়েদের কাছে বিষাক্ত কাল-কেউটে সাপ এই সেদিন সে দেখেছে। এ সাপটাকে সেই রকমই মনে হচ্ছে।

সাপ ভেবে হীরেন ভয়ে পিছিয়ে এল

কি করবে, পাশ কাটিয়ে যাবে, না অন্য রাস্তা ধরবে, হীরেন তাই ভাবছে। এমন সময় সেখানে আর একজন লোক এল; তার হাতে টর্চ আছে। কাছে আসতেই হীরেন তাকে থামিয়ে সাপটা দেখাল। লোকটা হেসে বলল, "ওটা সাপ নয়, দড়ি। আমি যাবার সময় দেখে গেছি, তখনও ওখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে ছিল।" এই বলে টর্চের আলো জ্বেলে সে এগিয়ে চলল।

তার সঙ্গে হীরেন সেদিকে যত এগিয়ে যায়, দড়িটা তত স্পষ্ট হয়। কাছে গিয়ে টর্চের তীব্র আলোতে দেখে সেটা যে দড়ি, তাতে হীরেনের আর কোন সংশয় রইল না।

হীরেনও হাসল তখন। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর সরে গেল যেন। কি আশ্চর্য, এমন ভুলও তাহলে হয়! আর এ ভুলের জন্য কি ভয়ই না সে পেয়েছিল। দড়ি সব সময় দড়িই ছিল; সাপ তো আর হয়নি কখনো! কিন্তু সেটাকে সাপ মনে হওয়াতেই দুর্ভোগ ভুগতে হল।

একটা জিনিষকে আর একটা জিনিষ বলে কেমন ভুল হয়! আর সে ভুল যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ তার জন্য ভয়-ভাবনা সবই থাকে। ভুল ভাঙ্গলেই সঙ্গে সঙ্গে সব ভাবনা, সব ভয় চলে যায়।

বেদান্ত বলে, আমাদের জীবনের যা কিছু সুখ-দুঃখ, যা কিছু ভয়-ভাবনা, তার মুল এই ভুল বোঝা। জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের অতীত, সীমাহীন ভেদহীন চেতনাকে আমরা ভুল করে নানা নাম ও নানা রূপের সীমায় ঘেরা আলাদা আলাদা বস্তু বলে ভাবছি। আর নিজেকেও তার ভেতর জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ সমন্বিত পৃথক একটি সত্তা বলে মনে করছি। এই ভুল যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সেই নিত্য চেতনার সঙ্গে নিজেকে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে বুঝতে পারি; আর দেখি যে সেই চেতনা ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই। এই ভুল বোঝা যে শক্তি-প্রভাবে হয়, শাস্ত্রে তাকেই মায়া বলেছে।

বহুরূপী হরির গল্প

ওঃ, কী ভিড়ই না জমেছে! দলে দলে ছেলেরা সব পিছু নিয়েছে বহুরূপীর। এখন শীতের সময়। মাঠের ধান সব ঘরে এসে গেছে। এতদিনকার পরিশ্রম সফল হওয়ায় চাষীদের সবারই মন আনন্দে উৎফুল্ল। আবার শীতকাল বলে খাওয়া দাওয়ারও ধুম পড়ে যায় এসময়ে। খেজুর রস, নলেন গুড়, কপি, টম্যাটো প্রভৃতি অনেক ভাল জিনিষ পাওয়া যায় এখন। গ্রামের পথে পথে তেলে-ভাজার দোকান বসে। ছেলেদের ফুর্তি দেখে কে! রবিবারের দিন তো কথাই নেই, স্কুলের ছুটি সেদিন। খেলাধুলা, হৈ-চৈ করে তারা গ্রাম আনন্দে মাতিয়ে তোলে। এই সময়ে হরি আসে। বহুরূপী সাজে। কোনদিন সাজল সন্ন্যাসী, কোনদিন ভিখারী, কোনদিন বা রাজা। এই সব নানা রকম সাজে সেজে বাড়ীতে বাড়ীতে, রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে বেড়ায়। গৃহকর্তারা কিছু কিছু পয়সা দেন। হরির এ সময় বেশ রোজগার হয়। আনন্দ পায় সকলেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ছেলেদের আনন্দ সব চেয়ে বেশী। উচ্ছল প্রাণখোলা আনন্দের হাসিতে পথ ভরিয়ে দিয়ে তারা পিছু নেয় বহুরূপীর।

সে দিন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা খেলার মাঠে জুটেছিল অনেক ছেলে। খেলাশেষে মাঠের মাঝখানে সবাই জটলা করছে। এখনই আঁধার হয়ে আসবে, বাড়ী ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। ফেরার আগে একটু গল্প করে নিচ্ছে।

হঠাৎ বিপিন চেঁচিয়ে উঠল, "বাঘ!" ডান হাতটা প্রসারিত করে ঝোপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাল। সবাই চাইল সেদিকে; তাই তো, গায়ে ডোরা কাটা, মোটা মোটা থাবা, গোল গোল চোখ, আর প্রকাণ্ড লেজ একটা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

ছেলেরা ভীষণ ভয় পেয়েছে। কি হবে, সর্বনাশ! কি করবে তারা! ছুটে পালানো ছাড়া উপায় নেই। তাতেও রক্ষা পাওয়া দায়। কয়েকজন দেখেই ছুট লাগাল। কয়েকজন তাও পারল না, বাঘ দেখেই তাদের হাত পা অবশ হয়ে গেছে।

এখনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। বাঘটা পিছনের থাবার ওপর বসবে, তাদের ভেতর কাউকে লক্ষ্য করে তাগ করবে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই কারো ঘাড়ে যমের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর ভাবা যায় না। মৃত্যু অবধারিত জেনে কেঁদেই ফেলল দু-একজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি ছেলের শুধু ভয় নেই। পালিয়ে যায়নি সে, হাত-পা অবশও হয়নি তার; এক মনে সে বাঘটিকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ হেসে উঠল ছেলেটি; বলল, "আরে, এ তো বাঘ নয়, এ যে আমাদের হ'রে! আজ বাঘ সেজে ভয় দেখাতে

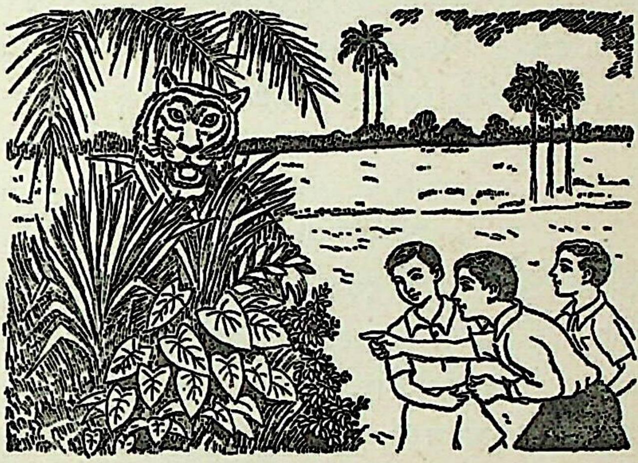

"আরে! এ তো বাঘ নয়, এ যে আমাদের হ'রে!

এসেছে! চল সব, ওর পিছু নিতে হবে।" সবাই তখন ভাল করে দেখল। তাইতো, সত্যিই তো বাঘ নয়। হ'রে বাঘের চামড়া গায়ে জড়িয়ে এসেছে; ওই তো বাঘের সামনের পায়ের পাশে হ'রের হাত দেখা যাচ্ছে, ঐ তো তার পা। সঙ্গে সঙ্গে সব ভয় চলে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর যায় কোথা, ছেলের দল ছুটল তার পিছনে। এদের আর ভয় দেখানো চলল না ভেবে হরিও সরে পড়ল সেখান থেকে ; অন্য জায়গায় ভয় দেখাতে গেল। অন্য জায়গায় গেল, যেখানে কেউ হরি বলে তাকে চিনবে না, বাঘ ভেবে ভয় পাবে।

আমরা যখন ভ্রমকে ভ্রম বলে জানতে পারি, তখনও ঠিক এই রকমই হয়। তৎক্ষণাৎ সত্যজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় আমাদের অন্তরে, সকল ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাই আমরা।

নারদের মায়া দর্শন

নারদ একদিন শ্রীকৃষ্ণকে ধরে বসলেন যে, তাঁকে মায়ার স্বরূপ দেখাতে হবে। কি করে স্বপ্নে-দেখা বস্তুর মত অলীক ঘটনাগুলিকে, দেশ ও কালকে বাস্তব বলে মনে হয়, আবার সত্যজ্ঞান হলে সে সবই শূন্যে লীন হয়ে যায়, তা একবার দেখার জন্য নারদের সখ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নারদের আব্দার ঠেলতে পারলেন না। বললেন, "বেশ তো, দেখাবো এখন।"

দু-চার দিন পর শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরুলেন। শহর ছেড়ে, গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে চলতে চলতে তাঁরা হাজির হলেন এক মরুভূমিতে।

বালি আর বালি। যতদূর চোখ যায়, যে দিকে চোখ যায়, বালি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ক্বচিৎ কোথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দু-চারটে জলাশয়কে কেন্দ্র করে অল্প কয়েকটি গাছপালার ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। সেখানে কয়েক ঘর করে লোকের বাস।

নারদকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে চলেছেন। বেলা বাড়ছে। সূর্যের তাপে পায়ের নীচে বালি উঠছে গরম হয়ে, হাওয়া বইছে আগুনের মত। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে এলেন শ্রীকৃষ্ণ।

চলতে চলতে তৃষ্ণার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন, "একটু জল খাওয়াতে পার?" নারদ ব্যাকুল হয়ে চারদিকে চাইলেন। হ্যাঁ, ঐ তো কাছেই লোকালয় দেখা যাচ্ছে। কতখানি আর পথ, ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসা যাবে। নারদ কমণ্ডলু হাতে যত তাড়াতাড়ি পারলেন এগিয়ে চললেন।

তিনি কতক্ষণে জল নিয়ে ফিরবেন সেই আশায় দারুণ উত্তাপে পথশ্রম-ক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন—একথা ভাবতেই নারদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

আকুল আগ্রহ নিয়ে প্রাণপণে তিনি ছুটে চললেন। কত কম সময়ের মধ্যে জল নিয়ে আসতে পারবেন, সেই চিন্তাই তাঁর সারা মন জুড়ে রইল।

লোকালয়ে পৌঁছে প্রথম গৃহদ্বারে গিয়ে নারদ করাঘাত করলেন। একটি পরমা সুন্দরী যুবতী এসে দরজা খুলে দিল। তাকে দেখেই নারদ সব ভুলে গেলেন। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তার রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আলাপ করতে লাগলেন মেয়েটির সঙ্গে। অনেকক্ষণ আলাপ চলল। কত কথা হল। শ্রীকৃষ্ণ যে তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছেন, সে কথা ক্ষণেকের জন্যও নারদের মনে আর জাগল না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেদিন আর ফিরলেনই না তিনি। পরদিন আবার গিয়ে হাজির হলেন মেয়েটির নিকট। আবার তার সঙ্গে আলাপ চলল। শেষে মেয়েটির সম্মতি নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব আনলেন তার বাবার কাছে। বাবা রাজী হলেন; মেয়েটির সঙ্গে নারদের বিয়ে হয়ে গেল।

মেয়েটির বাবার বিষয়-সম্পত্তি ভালই ছিল। প্রচুর টাকা, জমি, গরু, পুকুর, বাগান, এসব তো ছিলই, ভাল বসতবাটিও ছিল। কাজেই বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করা যাকে বলে, নারদ তাই করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে মেয়েটির বাবা মারা গেলেন। বিষয়-সম্পত্তির মালিক হলেন নারদ।

এমনিভাবে হেসে-খেলে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল। নারদের কয়েকটি ছেলে-মেয়েও হল।

তারপর একদিন বিপদ এল ঘনিয়ে। আকাশ ভরে গেছে কালো মেঘে। আকাশ ভেঙ্গে শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়ছে দিনরাত, অবিরাম। ঝড় বয়ে চলেছে প্রথম থেকেই; যত সময় চলে যাচ্ছে, তার বেগও চলেছে বেড়ে। শেষে বর্ষণের এত জল নদী আর বুকে ধরে রাখতে পারল না, দুকূল ভাসিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটে চলল জলের খরস্রোত। মাঠ ডুবে গেল, গ্রাম-ও ডুবল। অসহায় নর-নারী, গরু ছাগল, গাছ-পালা সবই ভেসে চলল প্লাবনের জলে।

নারদের ঘরেও জল উঠেছিল। দারুণ উদ্বেগে সময় কাটছিল তাঁর। জল অনেকখানি উঠেছে; ঘরের ভেতর থাকা আর নিরাপদ নয়। নারদ স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীকে একহাতে ধরলেন, একটা ছেলেকে কাঁধে তুলে নিলেন, আর দুটোকে অন্য হাতে চেপে রাখলেন। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

কোথায় আশ্রয়? কোথায় যাবেন? চারদিকে শুধু জল আর জল। লাল জল যেন মানুষের শক্তিকে উপেক্ষা করে খল-খল করে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে করতালি দিয়ে।

স্রোতের মুখে বেশীদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। কাঁধের ছেলেটি জলে পড়ে ভেসে গেল। তাকে ধরতে গিয়ে হাতের আর একটি গেল ভেসে। পায়ের তলায় আর মাটির সন্ধান মিলল না, নারদ ভেসে চললেন। হাতের শেষ ছেলেটি কখন যে হাতছাড়া হয়ে গেছে, জানতেও পারলেন না। হঠাৎ সজাগ হয়ে দুহাতে স্ত্রীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ভেসে চললেন। আপনার জন বলতে এখন বাকী রইল শুধু স্ত্রী। সে-ও যেন হাত-ছাড়া না হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু নারদ তাকেও ধরে রাখতে পারলেন না। ভাসতে ভাসতে নদীতে এসে পড়েছেন। এতক্ষণের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। হাত অবশ হয়ে আপনি এলিয়ে পড়ল। স্ত্রী ভেসে গেলেন।

আর ভাবা যায় না। ভাবতে ভাবতে মনও গেছে অবশ হয়ে। একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে জলে ভেসে রইলেন তিনি। ভাসতে ভাসতে একসময় নদীর অপর কূলে একটা উঁচু জায়গায় এসে ঠেকলেন। সেখানে তখনও জল ওঠে নি।

কূল পেয়ে দেহ-মনে বল এল, নারদ সেখানে উঠে বসলেন। বসতেই মনে আবার তীব্র হয়ে জেগে উঠল তাঁর দুর্ভাগ্যের স্মৃতি। সব গেছে; বিষয়, গৃহ, পরিজন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নিজ দুর্ভাগ্যের কথা, নিজ অবলম্বনহীন অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে নারদ শোকে উন্মাদের মত বিলাপ করতে লাগলেন।

এমন সময় পিছন থেকে অতি কোমল, অতি মধুর কয়েকটি কথা কানে ভেসে এল। চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, "কই নারদ, জল কই? আধঘণ্টা হয়ে গেল জল নিতে এসেছ, কি হল?"

"আধ-ঘণ্টা!"—নারদ চিৎকার করে উঠলেন। বারো বছরের এত ঘটনার এত বিচিত্র অনুভূতি তাঁর মনের ওপর খেলে গেল মাত্র আধ ঘণ্টায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদ তখন বুঝলেন, মায়া কি জিনিষ। বললেন, "ঠাকুর, ঢের হয়েছে। ফিরে চল এবার।"

আমাদের জীবনে অনুভূত সব কিছুই মায়ার প্রভাবে মনে ফুটে উঠছে; দেশ-কাল, জীব-জগৎ সবই। মায়া যখন কেটে যায় তখন দেখা যায়, সাধারণ অবস্থায় আমরা যাকে কঠিন বাস্তব বলে ভাবি, তা মনের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব উড়ে যায় তখন। যেমন গতকাল রাত্রের দেখা স্বপ্ন এখন আর নেই।

ভ্রম

গোধূলি বেলা; আলো-আঁধারে ভরে আছে চারদিক। খোলা একটা মাঠ, তার তিন পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। এক পাশে আমবাগান। ছেলেদের খেলার মাঠ এটি।

গরমের দিন। সন্ধ্যার পর মাঠে বেড়াতে আসে অনেকেই। কেউ একা, কেউ বা বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে বসে। সেদিনও অনেকেই এসেছিল; রাস্তা দিয়েও লোক চলাচল করছে।

মাঠের একপাশে দুটি ছেলে খেলা করছিল; বাবার সঙ্গে তারা বেড়াতে এসেছে। খেলতে খেলতে হঠাৎ একজন থমকে দাঁড়াল; বাগানের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "ওটা কি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীটিও চাইল সেদিকে। দুজনেই মন দিয়ে দেখল। হ্যাঁ, ভূত ছাড়া আর কি হবে? আমগাছের নীচে জমাটবাঁধা আঁধারে দাঁড়িয়ে গোল গোল দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। ডান হাতটা মাঝে মাঝে নাড়ছে। ধরতে পারলে কামড়ে খাবে। কালই তারা দুজনে ভূতের গল্প শুনেছিল দিদিমার কাছে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠে দুজনে ছুটে এল বাবার কাছে। ভয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।

রাস্তার ওপর একজন পথিকের দৃষ্টিও আমবাগানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সেও চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেছে। আমবাগানের ভেতর ও কে? তাকেই তো লক্ষ্য করছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে; হাতের লাঠিটা দোলাচ্ছে একটু একটু! হ্যাঁ, ঠিকই দেখছে সে। বরাত জোর, তাই একটু দূর থেকেই নজরে পড়ল, নইলে হয়েছিল আর কি! যে পুলিসটা তার পিছু নিয়েছে, সেই তো ওখানে অপেক্ষা করছে তাকে ধরবে বলে! আর খানিকটা এগিয়ে ওদিকে গেলেই ধরত এসে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে সে দৌড় লাগাল। সে একজন চোর!

আমবাগানে একজন মালি থাকে। যতদিন গাছের ফল সব পাড়া না হয়, ততদিন সজাগ দৃষ্টি রাখে চারদিকে। সে দেখল, একজন লোক বাগানের ভেতর সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে গিয়ে কি জন্য এসেছে জিজ্ঞাসা করতে লোকটি একদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "আমি একজনকে খুব ভালবাসি, ভাই! রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ওই আমতলায় সে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের ইশারায় আমাকে ডাকছে। তার কাছে যাচ্ছি; আমি আম চুরি করতে আসিনি।"

তার কথা শুনে মালি ফিরে গেল। লোকটি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই এগিয়ে চলল।

ওদিকে একটি পুলিসেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে একই জায়গায়। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কে আর লুকিয়ে থাকবে এ সময়? নিশ্চয়ই সেই চোরটা, যাকে ধরার জন্য সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুলিসটিও এগিয়ে চলল সেদিকে।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে যে আসছিল, সেই লোকটি আর পুলিসটি প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে গেল সেখানে। পৌঁছে দেখে, একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি; আবছা আলোতে সেটা ঠিক মানুষের মত দেখাচ্ছে। একটা শুকনো ডাল ঝুলে রয়েছে একপাশে। সেটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলছিল। তাই দেখে দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন হাত নাড়ছে।

এই গুঁড়িটাকে ছেলেরা ভূত ভেবেছে, চোর পুলিস ভেবেছে, পুলিস চোর ভেবেছে, আর লোকটি ভেবেছে তার ভালবাসার পাত্র বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যবস্তুকে সত্যবস্তু-রূপে না দেখে ভ্রমের জন্য অন্য রকম দেখি আমরা। একই সত্যবস্তুকে আমরা এক এক জন এক এক রকম দেখি। যার যেমন ভাব, যার যেমন মনের অবস্থা জগৎটাকে সে সেই রকম দেখে। লাল চশমা চোখে দিলে সব লাল দেখায়, নীল চশমায় নীল।

যাঁদের মন শুদ্ধ হয়েছে তাঁরা আর ভুল দেখেন না, তাঁরা মায়ামুক্ত; তাঁরাই শুধু দেখেন যে, একই সত্যবস্তু জগতের সব কিছুর ভেতর-বার জুড়ে রয়েছে; বস্তু বলতে চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া-মুক্ত অবস্থা

চাষীর স্বপ্ন-কথা

এক গ্রামে এক চাষী থাকত। খুব জ্ঞানী। জমিজমা ছিল বেশ, চাষ করে ভালভাবেই সংসার চলে যেত।

অনেকদিন কোন ছেলে-পুলে হয়নি। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনা করে শেষ-বয়সে একটি ছেলে হল।

সকলের চোখের মণি হয়ে উঠল ছেলেটি। মা বাপ তো বটেই, পাড়ার লোকেও খুব ভালবাসে ছেলেটিকে। ছেলেটির নাম রাখা হল হারাধন। ডাক নাম হারু।

হেসে-খেলে হারু বড় হয়ে উঠতে লাগল। একদিন সকালবেলা চাষীটি যথানিয়মে মাঠে চাষ করতে গেছে। মনটা খুব ভাল ছিল না সেদিন।

চাষ চলেছে, এমন সময় গ্রাম থেকে একজন প্রতিবেশী ছুটে এসে খবর দিল, "শীগ্‌গীর বাড়ী যাও; তোমাদের হারুর কলেরা হয়েছে।"

বাড়ী ফিরে চাষীটি দেখে, সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। চিকিৎসার ব্যবস্থা যা করা দরকার, সবই করল। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সেবা করতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ফল কিছুই হল না। ছেলেটি মারা গেল।

এমন সোনার চাঁদ ছেলে, কত সাধ্য-সাধনার ধন, কাজেই মায়ের দুঃখ রাখবার আর জায়গা রইল না। মা আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। প্রতিবেশীরাও চোখের জল রুখতে পারল না।

চাষীর কোন শোক দেখা গেল না

চাষীর কিন্তু কোন শোকের লক্ষণ দেখা গেল না। সে অন্য সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, শোক করে কি হবে? যেটুকু করা আমাদের সাধ্যে ছিল, তা তো করা গেল। কোন ত্রুটি তো আর হয়নি তাতে! শেষকৃত্য সেরে সবাইকে বুঝিয়ে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুজিয়ে বিকালে সে আবার মাঠে চাষ করতে গেল। যেন সকালে কিছুই ঘটেনি।

প্রতিবেশীরা দেখে অবাক। একটি মাত্র ছেলে মরে গেল, আর তার বাবার চোখে জল নেই। কোন লক্ষণ নেই শোকের ! পাষাণ দিয়ে গড়া নাকি লোকটার বুক ?

চাষী তো সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে দেখে, স্ত্রী তখনো কাঁদছে ! আরো বেশী করে কাঁদছে। চাষীকে দেখে তার শোক আরো উথলে উঠল। কেঁদে কেঁদে বলল, "কি নিষ্ঠুর তুমি ! ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না ?"

চাষী স্থির হয়ে বলল, "কেন কাঁদছি না, বলব ? আমি কাল একটা জোর স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি। খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি, আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব, না এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করব ?"

চাষীর জ্ঞান হয়েছিল। তাই সে দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগ্রত অবস্থাও তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাসদেব ও গোপীদের যমুনা পার হওয়া

যাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তাঁরা মায়া-মুক্ত। নিজেকে নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ-চৈতন্য বলে তাঁরা সব সময় বোধ করেন। কাজ-কর্ম যা কিছু হয়, সে সব শরীর মন প্রভৃতি করে, প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়ে; নিজেকে দেহ-মন প্রভৃতি থেকে সব সময় আলাদা দেখেন তাঁরা। গীতায় একথা বলা হয়েছে।

বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিন। ব্যাসদেব বসে আছেন সেখানে। কয়েকজন গোপী এসেছেন দুধ, মাখন, ক্ষীর প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে; যমুনা পার হয়ে এসব বেচতে যাবেন।

কিন্তু খেয়া-মাঝি কই? নৌকাও তো নেই। কোথায় গেছে সে নৌকা নিয়ে, কে জানে। অপেক্ষা করে করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তাঁরা।

কিন্তু উপায়ই বা আর কি আছে? যমুনার জলের ওপর দিয়ে তো আর হেঁটে যাওয়া যাবে না।

ব্যাসদেবকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁদের একজন বললেন, "ঠাকুর, আমাদের পারে যাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা আপনি করে দিন!"

ব্যাসঠাকুর বললেন, "বেশ তো, ব্যবস্থা করব বই কি। আমাকেও তো যেতে হবে। তবে আগে কিছু খাওয়াও দেখি; অনেক ভাল ভাল খাবার নিয়ে যাচ্ছ দেখছি। খাওয়া হয়নি, খুব খিদে পেয়েছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ আর এমন কি কথা? খুব আনন্দ করে সকলে ব্যাসদেবকে ক্ষীর, ননী, সর ইত্যাদি খাওয়াতে লাগলেন। পেটভরে খেয়ে ব্যাসদেব তৃপ্ত হলেন। আর যা খেলেন, তার পরিমাণও খুব কম নয়।

গোপীরা বললেন, "খাওয়া তো হল। এবার পারে যাবার ব্যবস্থা করুন।"

ব্যাসদেব বললেন, "নিশ্চয়ই!"

ব্যাসদেব জোড়হাতে যমুনার উদ্দেশে বললেন, "মা যমুনা! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে তোমার জল দুদিকে ভাগ হয়ে যাক। আমরা মাঝখান্ দিয়ে পার হয়ে যাব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে যমুনার জল সত্যই দুভাগ হয়ে সরে গেল। মাঝখান দিয়ে হেঁটে ব্যাসদেব গোপীদের সঙ্গে নিয়ে পার হয়ে গেলেন।

ওপারে উঠে ব্যাসদেবের কাছ থেকে একটু দূরে সরে যাবার পর গোপীরা সব হেসেই খুন: "ব্যাসঠাকুর তো বেশ! পেটপুরে এত সব খেয়ে বললেন কি না, 'যদি কিছু না খেয়ে থাকি'!"

ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাই 'আমি খেলাম' এ বোধ তাঁর হয়নি। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্তৃক চালিত হয়ে শরীর খেয়েছে। তার সে সব থেকে নিজেকে তিনি আলাদা দেখতেন সব সময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদ্-কথা

ইন্দ্র-বিরোচন*

প্রজাপতি একদা বলেছিলেন, "আত্মা অজর, অমর, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত। শাস্ত্র ও গুরুর কাছে তাঁর কথা জেনে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, তাঁরা সব লোক জয় করে ফেলেন, সমস্ত কামনার বস্তু তাঁদের হস্তগত হয়।"

দেবতা ও অসুর সকলেই প্রজাপতির এই কথা লোক-পরম্পরায় জানলেন। দেবতারা বহু গুণের অধিকারী। তাঁরা লোকের কল্যাণ-কামী। তবে ভোগও চান। তাঁরা দেখলেন, এই আত্মাকে জানলে যখন সব লোক জয় করা যায়, সব কামনার বস্তু হাতে এসে যায়, তখন এসব লাভ করার এইটাই তো সহজ উপায়। প্রজাপতির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা লাভ করার জন্য ইন্দ্র বিদ্যার্থীর বেশে চললেন।

অসুররা তো কথাটা শুনেই নাচছিল। তারা ভোগের জন্য লোলুপ, ভোগ-সর্বস্ব জীবন তাদের; ভোগ ছাড়া অন্য আর কিছু বোঝে না তারা। অসুর জাতটার ভোগের উপকরণ যোগাবার জন্য তারা জগতের আর সবাইকে শেষ করে দিতেও

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (সামবেদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজী ; অসুর জাতটা ছাড়া আর কারো কল্যাণের কথা মাথায় ঢোকেই না তাদের। তারা দেখল, এত সহজে যদি তুনিয়ার সবাইকে জয় করা যায়, আর ভোগের সব উপকরণই ইচ্ছামাত্র হাতে আসে, তাহলে আর পায় কে তাদের ! তাদের পক্ষ থেকে বিরোচনও তাই প্রজাপতির কাছে গেলেন বিত্থার্থীর বেশে, আত্মবিত্থা লাভ করতে।

ইন্দ্র আর বিরোচন পরস্পরের শত্রু হলেও প্রজাপতির সান্নিধ্যগুণে তুজনে মিলে-মিশে থাকতে লাগলেন। তুজনেই বিত্থার্থী, তুজনেরই উদ্দেশ্য এক। ব্রহ্মচর্য ছাড়া আত্মবিত্থা ধারণা করার যোগ্যতা আসে না ; তাই তুজনেই সেখানে ব্রহ্মচর্য-পালন করে বাস করতে লাগলেন। গুরু-সেবায় দিন কাটত তুজনের। বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য-পালনের পর গুরু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জন্য তোমরা এখানে এসেছ, বাবা ?" তুজনেই বললেন, "আত্মার কথা আপনি যা বলেছিলেন, লোকমুখে তাই শুনে আমরা আত্মবিত্থা-লাভের জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

প্রজাপতি বললেন, "চক্ষুতে যে পুরুষ আছেন, তিনিই আত্মা। তাঁর মৃত্যু নেই, ভয় নেই, তিনিই ব্রহ্ম।"

তুজনেই মন দিয়ে কথাটা শুনলেন।

প্রজাপতি আবার বললেন, "একটা পাত্রে জল রেখে তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখ। তাতেও যদি যা বললাম তা বুঝতে না পার, তাহলে আবার জিজ্ঞাসা করে নিও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র আর বিরোচন তাই করলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখছ?" তাঁরা বললেন, "আমাদের গোটা শরীরের প্রতিবিম্বই তো দেখছি। আমাদের নখ, চুল সব বড় হয়েছে ; প্রতিবিম্বে তা-ও দেখা যাচ্ছে।"

প্রজাপতি বললেন, "নখ, চুল কেটে-ছেঁটে ঠিক করে, ভাল জামা-কাপড় প'রে এসে আর একবার দেখ।"

তাঁরা তাই করলেন। প্রতিবিম্ব দেখে বললেন, "আমাদের মত আমাদের প্রতিবিম্বও এবার ভদ্র, সুন্দর হয়েছে।"

শুনে প্রজাপতি বললেন, "ইনিই অভয়, অমর আত্মা।"

খুশী হয়ে, সব বুঝেছি ভেবে দুজনে চলে গেলেন।

চিত্ত-রূপ দর্পণে প্রতিফলিত আত্মার চৈতন্যেই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতন বলে মনে হয়। 'চক্ষুতে যে পুরুষ আছেন' বলতে প্রজাপতি সেই চৈতন্যকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথার ভাব ধরতে না পেরে অন্যরকম বুঝে ইন্দ্র ও বিরোচনকে চলে যেতে দেখে তিনি হাসলেন। তিনি তো টের পেলেন, যা বলতে চাইলেন এরা বুঝল না। তাঁরা চলে যাবার পর তাঁদের উদ্দেশে তাই আপন মনে বললেন, "এরা এখন যা বুঝল, সেটাকেই আত্মজ্ঞান ভেবে এদের ভেতর কেউ যদি সেভাবে জীবনগঠন করে, তাহলে সে গেছে আর কি!"

বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য-পালনের পরও তাঁদের ধারণাশক্তি আত্মতত্ত্ব বোঝার মত অবস্থায় আসেনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরোচন ফেরার পথে প্রজাপতির কথা চিন্তা করতে করতে বুঝলেন, "চোখের তারায় মানুষের দেহের প্রতিবিম্ব পড়ে; জলেও তাই। কাজেই দেহই আত্মা; দেহের সেবা করলে তবে মানুষ সব লোক জয় করতে পারবে, সব রকম ভোগের জিনিস লাভ করতে পারবে।" এই বুঝে তিনি রাজ্যে ফিরলেন।

রাজ্যে এসে সকলকে বোঝালেন যে দেহই আত্মা। অসুর জাতটা তাই দেহের সেবায় লেগে পড়ল। দেহ-সর্বস্ব হল তাদের জীবন-দর্শন। আজও তাই দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, ধর্মকর্মহীন লোককে আমরা 'অসুর-স্বভাব লোক' বলে থাকি। দেহ ছাড়া নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারে না এরা; তাই মৃত্যুর পরও মৃতব্যক্তির দেহকে কাপড়, গয়না প্রভৃতি দিয়ে সাজায়। ভাবে, দেহটিই বুঝি আসল মানুষ।

ইন্দ্র কিন্তু নিঃসংশয় হলেন না। রাস্তায় আসতে আসতে বিচার করতে লাগলেন, "এটা কি রকম হল! প্রজাপতি নিশ্চয়ই দেহকে লক্ষ্য করে আত্মা বলেন নি। কারণ দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রতিবিম্বও পরিবর্তিত হল দেখলাম। দেহ অঙ্গহীন হলে প্রতিবিম্বও তো তাই হবে; দেহ নষ্ট হলে প্রতিবিম্বও তো থাকবে না আর। তবে আর দেহ অজর, অমর আত্মা হল কই? না, তাঁর কথার তাৎপর্য মোটেই বুঝিনি। আবার যাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রকে ফিরতে দেখে প্রজাপতি বললেন, "তুমি তো বিরোচনের সঙ্গে খুশী হয়ে চলে গেলে। আবার ফিরলে যে?"

ইন্দ্র বললেন, "প্রতিবিম্ব তো দেহের সঙ্গেই পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হয়। কাজেই অজর, অমর আত্মার জ্ঞান আর হল কই আমার?"

প্রজাপতি বললেন, "হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলেছ। তোমায় বলব সব বুঝিয়ে। তবে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন না করলে আমার কথা ঠিক মত ধারণা করতে পারবে না। এখানে আরও বত্রিশ বছর বিদ্যার্থীর মত বাস কর।"

ইন্দ্র রইলেন। বত্রিশ বছর পর প্রজাপতি তাঁকে বললেন, "স্বপ্নে যিনি বিচরণ করেন, তিনিই অজর অমর আত্মা।"

ইন্দ্র আবার ফিরে যাবার পথে ভাবতে লাগলেন "স্বপ্নকালে সূক্ষ্মাবস্থায় আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করি; তখন স্থূলশরীরের কোন দোষ আমাদের স্পর্শ করে না বটে; স্থূলশরীর অঙ্গহীন হলেও স্বপ্নের সূক্ষ্ম শরীর অঙ্গহীন হয় না, স্থূলশরীরের চলার শক্তি না থাকলেও স্বপ্নের শরীর নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই। তবুও, সুখ-বোধের মত দুঃখ-বোধও থাকে তখন; স্বপ্নে আমরা মৃত্যুভয়েও ভীত হই। তাহলে স্বপ্নের শরীরও তো মৃত্যুহীন, ভয়হীন আত্মা হল না!"

আবার ফিরলেন তিনি। প্রজাপতির কথামত আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য-পালন করলেন। তখন প্রজাপতি বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যখন আমরা গভীর নিদ্রায়, সুষুপ্তিতে মগ্ন হই, তখন স্বপ্নও দেখি না! স্থূলশরীরের বা স্বপ্নের সূক্ষ্মশরীরের বোধও থাকে না তখন। আর খুব আনন্দ পাই, মন-প্রাণ সব স্নিগ্ধ হয়ে যায়। স্বপ্নের সূক্ষ্মশরীরেরও পারে যিনি, তিনিই আত্মা।"

একথা শুনে ফিরে আসার পথে ইন্দ্র ভাবতে লাগলেন, "না, এখনো তো ঠিক হল না।" প্রজাপতির কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, "এখনো ঠিক বুঝলাম না। সুষুপ্তির সময় স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের কোন দোষ আমাদের স্পর্শ করে না সত্য, কিন্তু তখন তো নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন হুঁসই থাকে না আমাদের; বাইরের কোন কিছু সম্বন্ধে তো নয়ই। তখন 'আমি'-টা মরে গেছে বলে মনে হয়। একে চৈতন্যময় অমর আত্মা ভাবব কি করে?"

প্রজাপতি বললেন, "এরও পারে যেতে হবে।"

প্রজাপতি এবার ইন্দ্রকে আর পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য-পালন করতে বললেন। এতদিন ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে খুব সূক্ষ্ম জিনিষ অনুভব করার শক্তি এসেছে ইন্দ্রের। আর পাঁচ বছর মাত্র ব্রহ্মচর্য-পালন করলেই সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব করার যোগ্যতা আসবে তাঁর।

পাঁচ বছর পর প্রজাপতি ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলেন। বললেন যে, আত্মা জাগ্রৎকালের স্থূলশরীর, স্বপ্নের সূক্ষ্মশরীর, সুষুপ্তির কারণশরীর, সব থেকে আলাদা। এসব শরীরের ভেতরে থেকে এসব শরীর অবলম্বনে তিনি ভোগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা যদি চোখ থেকে আলাদা না হতাম, তাহলে "আমি চোখ দিয়ে দেখলাম", এ বোধ আমাদের হত না। মন থেকে যদি আলাদা না হতাম, তাহলে "আমার মনে এ চিন্তা উঠল", এ বোধ আমাদের হত না। শাস্ত্র ও আচার্যের সহায়তায় নিজেকে এভাবে দেহ মন প্রভৃতি থেকে আলাদা অনুভব করতে পারলে তখন বলা চলে যে আত্মজ্ঞান হয়েছে। জ্ঞান হলে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব রকম দেহাত্মবুদ্ধিই চলে যায়, আমরা তখন নিজেকে এসব শরীর থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা দেখি।

এভাবে একশো-এক বছর ব্রহ্মচারী থেকে তপস্যা করার পর আত্মজ্ঞান লাভ করে ইন্দ্র দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন।

জাবাল সত্যকাম*

গীতায় আছে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "সখা, মন সংযত করার কথা তো বললে। কিন্তু মনকে বশে আনা বড় কঠিন। হাওয়াকে বশে আনা যেমন অসম্ভব, মনকে বশে আনাও প্রায় সেই রকমই মনে হচ্ছে।"

তাতে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে সবই করতে পারে। বৈরাগ্য আর অভ্যাস সহায়ে মনকে বশে আনা যায়।"

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (সামবেদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনগঠন করার এইটাই একমাত্র পথ। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, বিচার করে আগে ভাল করে বুঝে নিতে হয়। তারপর যেটা সত্য বলে মনে হয়, অভ্যাস করে সেটা জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে হয়। এভাবে মানুষ একটু একটু করে এগিয়ে যায়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ছেলেবেলা থেকেই এভাবে জীবনগঠনের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। সংসারে থাকতে হলে অর্থোপার্জনের জন্য অর্থকরী বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন। আবার সমাজের কল্যাণকামী খাঁটি মানুষ হতে হলে যথেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, আলস্য, দুর্বলতা প্রভৃতি দোষগুলি সরিয়ে দিয়ে মনে জনকল্যাণেচ্ছা, সংযম, ত্যাগ প্রভৃতির ভাব আনতে হয়; সাহসী, অনলস, কর্মকুশল হতে হয়। ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাসে চরিত্রের এই গুণগুলি সহজে আসে। ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে মানুষের ভেতর অসীম শক্তি জেগে ওঠে। সে শক্তি জাগলে মানুষ সব কিছু করতে পারে।

এ শিক্ষা দেবে কারা? নিজের আদর্শ জীবন না থাকলে অপরকে শুধু মুখের কথা বলে চরিত্রগঠনে প্রয়াসী করা যায় না। তাই প্রাচীন ভারতে ত্যাগী, বেদান্তজ্ঞানের অধিকারী ঋষিদের হাতে এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল।

গুরুগৃহে পরা ও অপরা উভয় বিদ্যায় অভিজ্ঞ দেবোপম ঋষিদের সান্নিধ্যে বাস করে ছেলেরা অর্থকরী জাগতিক বিদ্যা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্মবিদ্যা, এই উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে শিক্ষা-শেষে গৃহে ফিরে আসত। ঋষিদের জীবন-প্রভাবে ও শিক্ষায় তারা নিজেদের ও সমাজের যথার্থ মঙ্গলসাধন করার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যেত।

এরূপ একটি শান্ত পরিবেশে এরূপ শিক্ষা ও এরূপ জীবনের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে তারা আধ্যাত্মিক আনন্দের সন্ধান পেত, অভ্যাস সহায়ে সে আনন্দের কিছুটা আস্বাদও পেত। ফলে তাদের পক্ষে সম্ভব হত পরজীবনে সব রকম প্রলোভন ও বিপরীত পরিবেশের মধ্যে থেকেও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে প্রসন্ন-চিত্তে জীবনপথে চলা। অনাড়ম্বর জীবন, সত্য, সংযম, ধ্যানের অভ্যাসজনিত প্রশান্তি প্রভৃতি হতে প্রাণপ্রদ, শক্তি-প্রদ, আনন্দপ্রদ যা কিছু পাওয়া যায়, ছাত্রজীবনে তার সব কিছু দেবার মত আয়োজন ছিল এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমগুলিতে।

তাই প্রাচীন ভারতে ঋষিদের এই তপোবনগুলি ছিল ব্রহ্মবিদ্যালাভের ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সে জ্ঞানালোক ছড়াবার প্রধান কেন্দ্র। লোকালয় থেকে দূরে, অরণ্যে, জ্ঞানের কেন্দ্র ঋষিদের এই আশ্রমগুলি থাকত; তাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্-এর মত কোথাও কোথাও আরণ্যক নামেও অভিহিত হয়েছে।

গুরুগৃহে বিদ্যালাভ শেষ করে কেউ কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যেত; অধিকাংশই ফিরে যেত সমাজে। তারা উচ্চভাব ছড়াত নিজ পরিবার ও নিজ সমাজের মধ্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌতম ঋষির এমনি একটি আশ্রম ছিল। বিদ্যার্থীরা দেশ-দেশান্তর থেকে আসত তাঁর কাছে বিদ্যালাভ করার জন্য।

বালক সত্যকাম এ ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের কথা শুনেছিল। গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যার্জন করার বয়সও তার হয়েছে। বাড়ীতে মা ছাড়া আর কেউ নেই। মাকে একদিন মনের কথা জানাল, সে গৌতমের আশ্রমে গিয়ে থাকবে।

ছেলে লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছে, আনন্দের কথা। মা প্রাণখুলে অনুমতি দিলেন।

আশ্রমে গেলে গুরু গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সে তো তা জানে না। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা, কোন গোত্রে আমার জন্ম ?"

মা সমস্যায় পড়লেন। বাবার গোত্রেই ছেলের গোত্র হয়। কিন্তু সত্যকামের বাবা কে ছিলেন, তিনি তো তা জানেন না। তাঁর বিবাহ হয়নি। তাঁর পুত্র অবৈধ পুত্র বলে গণ্য ; সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না, বেদপাঠের অধিকার দেবে না।

কি বলবেন এখন ছেলেকে ? কি লজ্জার কথা ! ছেলেই বা কি ভাববে ; আর লোকেই বা কি বলবে একথা জানলে। কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তিনি।

মিছে কথা বলে এ লজ্জা ঢাকবেন ? না, তা হতে পারে না। ছেলে যা ভাবে ভাবুক, ঋষি যা ভাবেন ভাবুন, লোকে যা খুশি বলুক, সত্য কথাই বলবেন তিনি। সব শুনে ঋষি হয়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেকে আশ্রমে নিতে চাইবেন না ; ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতেও পারবে না তাহলে। যা হয় হোক, সবই সহ্য করতে পারবেন তিনি, তবু মিছে কথা কিছুতেই বলতে পারবেন না।

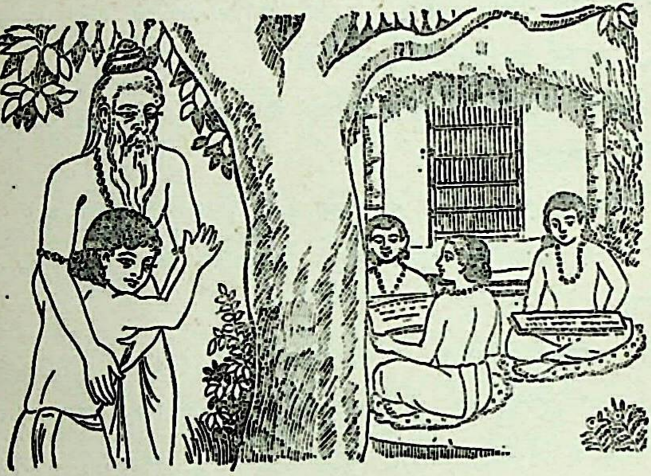

ঋষি সত্যকামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সত্যকামকে বললেন, "তোমার গোত্র কি, জানি না। আমি দাসী ছিলাম, বহুস্থানে দাসীবৃত্তি নিয়ে ঘুরেছি ; অবিবাহিতা মায়ের কোলে তুমি এসেছ। আমার নাম জবালা। আমার নামেই পরিচয় দিও ; তুমি জাবাল সত্যকাম।"

সত্যকাম গৌতম ঋষির আশ্রমে গিয়ে হাজির হল। ঋষিকে প্রণাম করে জানাল, সে বিদ্যাভিলাষী হয়ে এসেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌতম ঋষি তার পরিচয় জানতে চাইলেন, গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। জবালা যা যা বলেছিলেন সে সব কথা বলে গৌতম জানাল, "গোত্রের নাম আমি জানি না; আমার মায়ের নাম জবালা, আমার নাম সত্যকাম।"

বহু বিদ্যার্থী উপস্থিত ছিল সেখানে। সত্যকামকে নির্লজ্জের মত একথা বলতে শুনে তারা স্তম্ভিত হল। ভাবল, গুরু একে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন, এমন ছেলেকে কে আশ্রমে রাখবে?

ঋষি কিন্তু আসন থেকে উঠে এসে আনন্দে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "বাবা, এত নির্ভীক হয়ে যে সত্যকথা বলতে পারে, সত্যে যার এত আঁট, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ গোত্রীয়, সে ব্রাহ্মণ। আমি তোমায় দীক্ষা দেব, সমিধ আহরণ করে নিয়ে এস।"

সত্য হতে যে ভ্রষ্ট হয় না, সে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযুক্ত।

গৌতমের আশ্রমে থেকে সত্যকাম পরে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী*

প্রাচীন ভারতে মানুষের জীবনকালকে মোটামুটি চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। গোটা জীবনটাকেই ধর্মলাভের ক্ষেত্র বলে আমরা যাতে মনে রাখতে পারি, তার জন্য প্রত্যেক ভাগটাকেই আশ্রম বলা হত। লেখাপড়া শেখার সময়টা যেখানে কাটান হত, তাকে বলা হত ব্রহ্মচর্য-আশ্রম। ব্রহ্মচর্য-পালনের ফলে আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক খুব সবল হয় এবং মনের জোর খুব বাড়ে বলে, ছেলেবেলা থেকেই এবিষয়ে ছাত্রদের সজাগ করে দেওয়া হত। বিদ্যার্জনের পর দু-চারজন চিরজীবন ব্রহ্মচারী থেকে চরম জ্ঞানলাভের চেষ্টা করতেন; সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন। আর বাকী সকলে গৃহে ফিরে গিয়ে বিবাহাদি করতেন; সদুপায়ে অর্থোপার্জন করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। এর নাম গার্হস্থ্য আশ্রম। তবে গার্হস্থ্য আশ্রমেও ভোগসর্বস্ব হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা আমাদের সভ্যতার নিয়ামকেরা কখনও অনুমোদন করেন নি। বিবাহিত জীবনেও সর্ববিষয়ে যথাসাধ্য সংযম অভ্যাসের জন্য চেষ্টা করার কথা, উচ্চ আদর্শের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখার কথা তাঁরা বলে গেছেন। জীবনের সুর এত উঁচু পর্দাতে বাঁধা ছিল বলেই বহু ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও আমাদের

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (যজুর্বেদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভ্যতা নিজস্বতা নিয়ে বেঁচে আছে ; আর যুগে যুগে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির মত দেবতুল্য অসংখ্য মহামানব, এবং গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, সারদাদেবী প্রভৃতি দেবীতুল্য মহীয়সীরা যোগ্য মাতাপিতার কোল আলো করে এসে এদেশের গার্হস্থ্য জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৃহস্থ ভক্তদের তাই বলতেন যে, দু-একটি ছেলেপুলে হবার পর স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকতে চেষ্টা করবে।

তারপর বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম। পঞ্চাশ বছর বয়স হবার পর ছেলেদের হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে, সেখান থেকে মন গুটিয়ে নিয়ে আত্মচিন্তা করতে পারলেই ভাল। সেই ব্যবস্থাই ছিল আগে। তারই জন্য এ দুটি আশ্রম।

এভাবে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে গার্হস্থ্য আশ্রমে অনেকে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ করতেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদেরই একজন। তাঁর দুই স্ত্রী, কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নীর বহু সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু ধর্ম নিয়ে তিনি খুব বেশী মাথা ঘামাতেন না। আর পাঁচজনে যেমন করে, তেমনি গুছিয়ে সংসার করতে ভালবাসতেন। মৈত্রেয়ীর কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মত মন পড়ে থাকত আত্মচিন্তায়। সাংসারিক বিষয় নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন না তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনকার নিয়ম মত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা মনস্থ করে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন, "আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব স্থির করেছি। আমার যা ধন-সম্পত্তি আছে, যাবার আগে তোমাদের দুজনকে ভাগ করে দিয়ে যেতে চাই; পরে যাতে এ নিয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি না হয়।"

মৈত্রেয়ী পতিগত-প্রাণা ছিলেন। কাজেই একথা শুনে মর্মাহত হলেন।

ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আত্মচিন্তায় নিশ্চিন্ত হয়ে সব সময় ডুবে থাকতে; আর তিনি বিষয় সম্পত্তি নিয়ে করবেন কি? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধন সম্পদ আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারবে কি?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "না, তা কখনো হয়? পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য পেলেও মানুষ অমর হয় না। আর পাঁচজন ধনীলোক যেমন থাকে, তেমনি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে তুমি, তাদের মত আবার বহু ঝঞ্ঝাটও সইতে হবে তোমাকে।"

মৈত্রেয়ী শুনে বললেন, "তাহলে আমি ধন চাই না। যা দিয়ে আমি অমর হতে পারব না, তা নিয়ে করব কি? অমর হতে পারি, এমন কিছু দিন আমায়।"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "মৈত্রেয়ী তোমার ওপর আগে থেকেই খুশী ছিলাম; এখন তোমার সদিচ্ছা দেখে আরো খুশী হলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

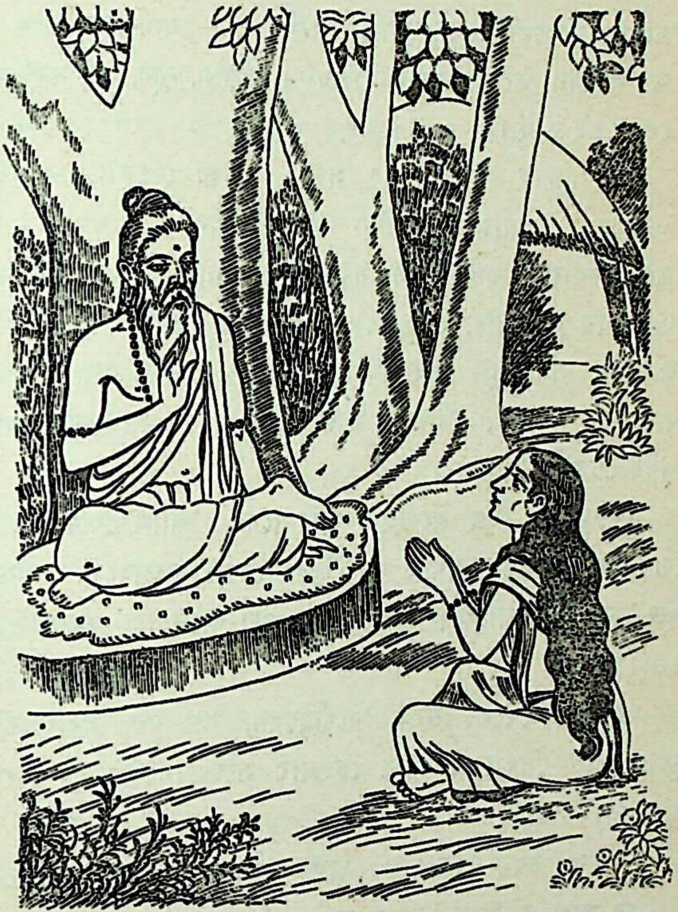

মৈত্রেয়ী বললেন, "অমর হতে পারি, এমন কিছু দিন আমায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাজ্ঞবল্ক্য তখন মৈত্রেয়ীকে অনেক জ্ঞানের কথা বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, "পতির জন্যই পতি আমাদের প্রিয় হন না, আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হন। পিতা, পুত্র, ধন, সবকিছুর বেলাতেই তাই।"

এই আত্মাই জগতের মূল সত্য। আত্মা থেকেই সব কিছু এসেছে। আবার, চারদিক থেকে যেমন নানা নামের, নানা চেহারার নদী এসে সমুদ্রে মিশে নাম-রূপ হারিয়ে সব একাকার হয়ে যায়, সবই সমুদ্র হয়ে যায়, তেমনি বিলয়কালেও জগতের সবকিছু সেই আত্মায় মিশে এক হয়ে যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আত্মার সঙ্গে মিশে গেলে আমাদের আর পৃথক চেতনা থাকে না।"

মৈত্রেয়ীর ভয় হয়েছিল, আমাদের 'আমি'-বোধও যদি সেখানে নিজের পার্থক্য হারিয়ে ফেলে, তাহলে আমরা শূন্য হয়ে যাই নাকি? ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মানে কি শূন্যে লীন হওয়া?

যাজ্ঞবল্ক্য হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তা নয়, সবকিছুরই পূর্ণতা ঘটে সেখানে। শুদ্ধ চেতনার সঙ্গে মিশে এক হয়ে আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ি।"

"আমরা যখন নিজস্বরূপ ভুলে অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে নিজেদের এক বলে ভাবি, তখনই শুধু আমাদের দেখা, শোনা, জানা, এসব চলে। এ ভুল যখন ভেঙ্গে যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না, তখন কে আর কার কথা শুনবে, কি দিয়েই বা শুনবে ?"

পুত্র, বিত্ত সবকিছুর চেয়ে প্রিয় আমাদের এই স্বরূপ-বোধ। এ বোধ এলে মানুষ সীমাহীন আনন্দ উপভোগ করে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী

পুরাকালে ভারতবর্ষে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজর্ষি ছিলেন ; কাজেই তাঁর রাজসভা একদিন জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়-ভূমি হয়ে উঠেছিল। কত ঋষি, কত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনকের সভা আলো করে রাখতেন।

ভারতীয় সভ্যতায় নারীদের অবদানও বড় কম নয়। তখনকার দিনে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। বহু নারী পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বেদে বহু নারী-ঋষির নাম পাওয়া যায়। গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাক্, ঘোষা, অপালা প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ।

স্ত্রী ও পুরুষ ঋষিরা, বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বহু জ্ঞানী-গুণী সজ্জন ব্যক্তি একদিন সমবেত হয়েছেন রাজর্ষি জনকের রাজধানীতে। জনক একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁরা এসেছেন।

জনক এই যজ্ঞে প্রচুর দান করবেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা জ্ঞানের চর্চায়, ধর্মের চর্চায় জীবন কাটাতেন ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সমাজে সে জ্ঞান বিতরণ করতেন। তাঁরা উপার্জন করতেন না। সেজন্য দান প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজ তাঁদের অল্পে তুষ্ট জীবনের প্রয়োজন সব মিটিয়ে দিত।

দান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় জনকের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। এত ঋষি, এত বেদজ্ঞের সমাবেশ বড় একটা ঘটে না। আর জ্ঞান-পথেরও তো বিভিন্ন স্তর আছে। এঁদের ভেতর জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে কে প্রতিষ্ঠিত, তা আজ দেখতে হবে।

তিনি একহাজার সর্বসুলক্ষণা দুগ্ধবতী, সুদর্শনা গাভীর শৃঙ্গে কিছু কিছু করে সোনার তাল বেঁধে দিলেন। তারপর সেই গাভীগুলি সভায় নিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, "আপনাদের ভেতর ব্রহ্মবিদ্ হিসাবে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি এগুলি নিয়ে যান।"

একথা শুনে গোটা সভা নিস্তব্ধ হল। এই ব্রহ্মবিদ্দের সভায় নিজেকে সব চেয়ে বড় বলে কে উঠে দাঁড়াবে?

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি উঠে তাঁর শিষ্য সামশ্রবাকে বললেন, "গোধনগুলি আশ্রমে নিয়ে যাও।"

সভায় চাঞ্চল্য দেখা দিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা চটে গেলেন। তাঁদের ভাব, "আমরা উপস্থিত থাকতে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে ঘোষণা করতে সাহসী হলেন! এত ঔদ্ধত্য তাঁর!" আর যাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যের উপলব্ধির গভীরতার কথা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানতেন, তাঁরা অবশ্য চটলেন না; তবু তাঁদের অনেকেই পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সত্যিই ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি না।

জনকরাজার পুরোহিত অশ্বল আর সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়ালেন; যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি নাকি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌?"

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশান্ত আননে সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "ব্রহ্মিষ্ঠের চরণে প্রণাম জানাই! আমার গোধনের প্রয়োজন ছিল, তাই নিয়েছি।"

এই বিনয়, এই ধীর স্থির ভাব দেখে, যাঁদের জীবনে সত্যের অনুভূতি কিছু এসেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য সত্যিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। যোগ্য পাত্রেই গোধন দান করা হয়েছে ভেবে জনকও নিশ্চয়ই খুশী হলেন।

কিন্তু অনুভূতিতে না এলে, শাস্ত্রজ্ঞান শুধু বুদ্ধিগত হলেই তো আর ক্রোধ, অহঙ্কার, দম্ভ এসব যায় না, যত বড় পণ্ডিতই হই না আমরা। তাই অশ্বল থামলেন না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন। শেষে যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে সব কিছুরই সদুত্তর পেয়ে থামতেই হল তাঁকে।

তার পর একে একে আরো অনেকে উঠলেন, প্রশ্নের অজস্র শাণিত বাণ ছুঁড়তে লাগলেন যাজ্ঞবল্ক্যের ওপর। কেউ প্রশ্ন করলেন যথার্থ জিজ্ঞাসু হয়ে, কেউ করলেন শুধু যাজ্ঞবল্ক্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জব্দ করার জন্য। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য দিয়েছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন, তাই নিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা প্রকাণ্ড অংশ গড়ে উঠেছে। সেই সব প্রশ্নোত্তরের তুচারটি কথা এখানে দেওয়া গেল।

কহোল ঋষি সত্যই তত্ত্বান্বেষী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সকলের অন্তরাত্মা যিনি, তাঁর কথা বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আত্মাই সকলের অন্তর্যামী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জরা-মৃত্যু, শোক, দুঃখ কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না; এসবের অতীত তিনি। তাঁকে লাভ করতে পারলে পুত্র-পরিজন, ধন-দৌলত, এমন কি স্বর্গও তুচ্ছ বোধ হয়। তাঁকে লাভ করার জন্যই লোকে পথের ভিখারী সাজে।"

তারপর উঠলেন একজন নারী-ঋষি, গার্গী বাচক্নবী। তিনি দুবার উঠে প্রশ্ন করেছিলেন। গার্গী প্রশ্ন করতে লাগলেন জগতের মূল উপাদান, মূল কারণ কি, সেই সম্বন্ধে।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জড়পদার্থ থেকে আরম্ভ করে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বিষয়ে তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন।

গার্গী বললেন, "পৃথিবীর সব পদার্থই (ক্ষিতি বা কঠিন পদার্থ) অপ্-এ (জলীয় পদার্থে) ওতপ্রোত; অপ্ কিসে ওতপ্রোত?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "বায়ুতে (বাষ্পীয় পদার্থে)।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। বস্তুর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থায় এগিয়ে যেতে যেতে, মূল কারণের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শেষে বিশ্বের চরম সত্তা ব্রহ্মে এসে পৌঁছুল।

শেষে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে, সব কিছুর অস্তিত্ব ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চেতনাকে অবলম্বন করে রয়েছে; তিনিই সব কিছুর কারণ; ব্রহ্মই চরম সত্য। তিনি ব্রহ্মে বহুবিচিত্র জগতের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এই অক্ষর পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।"

প্রাচীন ঋষিরা জগতের পদার্থগুলিকে পাঁচটি মূল ভাগে ভাগ করেছিলেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এগুলিরও স্থূল এবং সূক্ষ্ম অবস্থা আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় স্থূল পদার্থগুলির মধ্যে ক্ষিতিকে বলা চলে 'ম্যাটারে'র কঠিন অবস্থা, 'সলিড'; অপ্‌কে তরল অবস্থা, 'লিকুইড'; মরুৎকে বায়বীয় অবস্থা, 'গ্যাস'। তেজকে শক্তি, 'এনারজি'; আর ব্যোম বা আকাশকে শক্তির চেয়েও সূক্ষ্ম পদার্থে পূর্ণ 'স্পেস', যার বুকে শক্তির চপল নৃত্যের তালে তালে বহু-বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ হয়ে এই স্থূল জগৎ ফুটে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের মূল কারণের দিকে এর বেশী এখনো অগ্রসর হয় নি। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে 'এনারজি' থেকেই বিশ্বের সব কিছু হয়েছে—ইট পাথর, সোনা রূপা, বায়ু, তাপ, বিদ্যুৎ সবই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার, যদি সব নষ্ট হয়েও যায় তো সেগুলি একেবারে শূন্য হয়ে যাবে না, সবই আবার 'এনারজি' হয়ে যাবে। শুধু কথা নয়, পারমাণবিক বোমা তৈরী করে বিজ্ঞান একথার সত্যতা আমাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় সৃষ্টি মানে যেমন এক সীমাহীন শক্তির সাগরে প্রাকৃতিক নিয়মে ঢেউ উঠছে, বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে, ফেনা উঠছে; কিছুক্ষণ থেকে আবার সাগর-জলে মিলিয়ে যাচ্ছে। ফেনা, তরঙ্গ প্রভৃতির নাম ও রূপ আলাদা হলেও সত্তার দিক থেকে সাগরের জল ছাড়া, 'এনারজি' ছাড়া আর কিছুই নয় সেগুলি।

ঋষিরা মূলের দিকে (অবশ্য অন্য পথ ধরে) আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন। অচেতন 'এনারজি'র-ও উপাদান এবং আমাদের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি চেতন বলে প্রতিভাত সূক্ষ্মতর পদার্থগুলিরও মূল উপাদান আবিষ্কার করে, প্রত্যক্ষ করে তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন যে, জগতের চেতন-অচেতন সব পদার্থেরই মূল উপাদান একটি মাত্র সত্তা। বিশ্বের চেতন-অচেতন সব কিছুরই মূল সত্তা খুঁজতে গিয়ে তাঁরা একমাত্র শুদ্ধ চেতনা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পান নি। বেদান্তে সেই সত্তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

বেদান্তের মতে সৃষ্টি মানে হচ্ছে এক অসীম, অবিনাশী আনন্দঘন চেতনা-সাগরে, সচ্চিদানন্দ সাগরে, যেন নানা নামের নানা রূপের তরঙ্গ, ফেনা, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি উঠছে; তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনটা শক্তি বা 'এনারজি', কোনটা আকাশ, কোনটা বাতাস, কোনটা জল, কোনটা মাটি; আবার কোনটা মন, কোনটা বুদ্ধি, কোনটা বা আমাদের সীমায়িত পৃথক 'আমি'-বোধ। আসলে কিন্তু সবই সাগরের জল, সবই শুদ্ধ চেতনা, সবই ব্রহ্ম। দেশ-কাল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মও উঠছে এই চেতনা-সাগর হতেই।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলি বেদান্তের সত্যের বিরুদ্ধে তো যায়ই না, বরং সে সত্যকে সমর্থন করে; বুদ্ধিতে সে সত্য সম্বন্ধে ধারণা আনতে সহায়তাই করে।

গার্গীর পর উদ্দালক প্রশ্ন করেছিলেন, ইহকালে ও পরকালের সব ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কার দ্বারা—"কোন্ অন্তর্যামী সূত্রে এসব গ্রথিত রয়েছে?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, "পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, স্থূল ও সূক্ষ্ম লোক, দেশ, কাল সব কিছু জুড়ে তোমার নিজের অমর আত্মাই রয়েছেন; সব কিছুর নিয়ন্তা তিনিই। আত্মা ভিন্ন আর কেউ শ্রোতা নেই, আর কেউ মননকারী নেই, আর কেউ বিজ্ঞাতা নেই।" আত্মা বা শুদ্ধ চেতনার সংস্পর্শেই মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে চৈতন্যময় বলে মনে হয়। বিশ্বে আত্মা ছাড়া আর কোন কিছুর নিজস্ব চেতনা নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রের জ্ঞানলাভ

একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া নিজস্ব চেতনা আর কোন কিছুরই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, এই ব্রহ্মকেই আমরা ঈশ্বর বলি; কৃষ্ণ কালী শিব বলি, গড্ আল্লা প্রভৃতি বলি। এঁর চৈতন্যের সংস্পর্শে এসেই আমাদের পৃথক 'আমি'-বোধ জেগে ওঠে, মন চিন্তা করে, শরীর কাজ করে। এঁর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই সব ঠাণ্ডা, কারো কিছু করার শক্তি থাকে না আর; যেমন মূল বিদ্যুৎ-আধারের সঙ্গে সংযোগ কেটে দিলে একটা প্রকাণ্ড শহরের কোথাও আর বিদ্যুতের তারে হাত দিলে শক্ লাগে না, সুইচ টিপলে আলো জ্বলে না, পাখা ঘোরে না, বা ট্রাম গাড়ীর চলার শক্তি থাকে না। কিন্তু মায়ার প্রভাবে ভুল করে আমরা মনে করি যে আমরাই সব করছি; আমাদের ইচ্ছায়, আমাদের শক্তিতে সব হচ্ছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আগুনের তাপে জল গরম হয়ে ফুটে উঠলে আলু-পটলগুলো সব ওপর-নীচ করতে থাকে; ছোট ছেলেরা ভাবে আলু-পটলগুলো লাফাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি আর লাফাবার শক্তি আছে তাদের? যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জানেন, নীচের আগুনের শক্তিতে সেগুলি নড়া-চড়া করে। আগুনটা নীচ থেকে সরিয়ে নিলেই সব ঠাণ্ডা, আর নড়ন-চড়ন নেই। আলু-পটলগুলো যদি ভাবে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তিতে লাফাচ্ছি, সেটা যতটা ভুল, আমাদের 'আমার ইচ্ছায় ও শক্তিতে কাজ হচ্ছে', এটা ভাবাও ততটা ভুল।

মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করে, তখন এ ভুল তার ভেঙ্গে যায়। তখন সে দেখে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ঈশ্বরের শক্তিতে সব কিছু ঘটছে। এ বোধ না থাকলেই অহঙ্কার এসে যায়। অহঙ্কারের জন্য, আত্মম্ভরিতার জন্য জগতে যে কত অনর্থ ঘটে, তার ইয়ত্তা নেই। সেজন্য যাঁরা সাধারণের চেয়ে অনেক বড়, তাঁদের ভেতর অহঙ্কার এলে খুব বিপদ। কারণ সাধারণ লোক চোখ বুজে তাঁদেরই অনুকরণ করে থাকে।

দেবলোকে একদিন এমনি এক সঙ্কট এসেছিল। দেবতারা জগতের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট; তাঁদের আচরণ সজ্জনের কাছে আদর্শ-স্বরূপ। অপরের কল্যাণকামী সদ্ভাবাপন্ন লোককে আমরা বলে থাকি, "দেবতার মত স্বভাব লোকটির।" সেই দেবতারাই একদিন অহঙ্কারে ফুলে উঠলেন।

জগতের মঙ্গলের জন্য আসুরিক ভাবের দমন অবশ্য-প্রয়োজনীয় হওয়ায় ব্রহ্মের ইচ্ছায় ও শক্তিতে দেবতাদের কাছে অসুরদের পরাজয় ঘটেছিল। এতে দেবতারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠলেন; ভাবলেন, "কী শক্তি আমাদের! এই দুর্ধর্ষ অসুরদেরও হেলায় যুদ্ধে হারিয়ে দিলাম!" স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় বসে এই নিয়ে তাঁরা খুব গর্ব করতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম সব টের পেলেন। সকলের মঙ্গলার্থে তাঁদের এ ভুল ধারণা, এ অহঙ্কারের ভাব কাটিয়ে দিতে চাইলেন।

কোন ইন্দ্রিয়সহায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। কোন কিছুর সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া বলতে আমরা যা বুঝি, ব্রহ্মজ্ঞান বলতে তা বোঝায় না। কারণ কোন কিছু জানতে হলে যা জানছি তা থেকে নিজের একটা পৃথক অস্তিত্ব রাখতে হয়, যেখানে 'আমি জানছি' এ বোধ জাগে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন কিছু থাকে না ; ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মানে ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাওয়া। তাই দেবগণকে দেখা দেবার জন্য ব্রহ্ম রূপ গ্রহণ করলেন। জ্যোতিরূপে তাঁদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হলেন।

দেবতারা সভায় বসেছিলেন। সেখান থেকে একটু দূরে এই জ্যোতির আবির্ভাব হতেই সবাই সেদিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু তিনি যে কে, কেউ-ই তা বুঝতে পারলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তখন অগ্নিকে বললেন, "দেখে এসো তো অগ্নি, ইনি কে। দেখে মনে হচ্ছে আমাদের পূজ্যপাদ কেউ হবেন।"

অগ্নি সেখানে পৌঁছুলে জ্যোতিরূপী ব্রহ্ম বললেন, "তুমি কে ?" অগ্নি বললেন, "আমি অগ্নি !"

তিনি বললেন, "তোমার শক্তি কি ?"

অগ্নি দম্ভ করে বললেন, "বিশ্বে যা কিছু আছে, সবই আমি পুড়িয়ে ফেলতে পারি।" তিনি বললেন, "বটে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা! এই শুকনো ঘাসের টুকরোটা পোড়াও তো বাবা, দেখি।” এই বলে একটা ঘাসের টুকরো তার সামনে ফেলে দিলেন।

অগ্নি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও সেটা পোড়াতে পারলেন না। শক্তির অহঙ্কার গুঁড়ো হয়ে গেল তাঁর। ভাবলেন, “কি আশ্চর্য! নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তিতে একটুকরো ঘাসও পোড়াতে পারলাম না! এঁর কাছে মাথা নীচু করতে হল আমায়!”

লজ্জায় মুখ নীচু করে দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে অগ্নি বললেন, “ইনি কে, তা বুঝতে পারলাম না।”

তারপর এলেন বায়ু। ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তরে বুক ফুলিয়ে বললেন, “দুনিয়ায় যা কিছু আছে, ইচ্ছা করলে আমি সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।”

জ্যোতিরূপী ব্রহ্ম আগের মত একটুকরো ঘাস তাঁর সামনে রেখে সেটা উড়িয়ে নিতে বললেন।

বায়ু প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সেটা উড়িয়ে নিতে পারলেন না। ফিরে গিয়ে নত-মস্তকে দেবসভায় বললেন, “আমিও জানতে পারলাম না, ইনি কে।”

দেবতারা বুঝলেন, অগ্নি ও বায়ু যখন জানতে পারলেন না, তখন ইন্দ্র ছাড়া আর কারো শক্তি নেই এঁকে জানবার। সেজন্য সবাই মিলে ইন্দ্রকে অনুরোধ করলেন তাঁর কাছে যেতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র গেলেন। কিন্তু তিনি কাছে যেতেই সে জ্যোতি আকাশে মিলিয়ে গেল।

ইন্দ্র কিন্তু বায়ু বা অগ্নির মত ফিরে গেলেন না। ঠিক করলেন, ইনি কে তা না জেনে ফিরবেন না। সেই জ্যোতির পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ভক্তিভরে অপেক্ষা করে রইলেন।

তখন হিমালয়ের কন্যা উমার মূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁকে দেখা দিলেন। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, ইনি কে এসেছিলেন ?"

উমা বললেন, "বাবা, ইনিই ব্রহ্ম। এঁরই ইচ্ছায়, এঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরা অসুরদের জয় করতে পেরেছ ; আর সেজন্য নিজেদের মহিমান্বিত মনে করছ।"

উমার কথায় ইন্দ্র নিজেদের ভুল ধরতে পারলেন। তাঁর অহঙ্কার চলে গেল।

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি ব্রহ্মকে জ্যোতিরূপে দেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ; তাই তাঁরা দেবতাদের মধ্যে প্রধান হয়েছেন। আর ইন্দ্র তাঁকে ব্রহ্মাবিদ্যারূপিণী উমার কৃপায় সকলের আগে ব্রহ্ম বলে জানতে পেরেছিলেন ; তাই তিনি হয়েছেন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi